২০২৪ সালের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার ঘোষিত

সারে-জমিন

হিন্দু ব্যক্তির শেষকৃত্য করল মুসলিম প্রতিবেশীরা

রূপসী বাংলা

গণতন্ত্রে সংখ্যাতন্ত্র / ১

সম্পাদকীয়

বিস্মৃত এক দেশনায়ক মাওলানা আজাদ

রবি-আসর

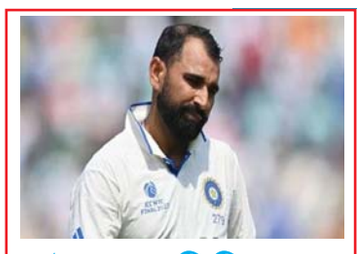

ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে ভারত দলে নেই শামি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৪ জানুয়ারি, ২০২৪
২৮ পৌষ ১৪৩০
১ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 14 ■ Daily APONZONE ■ 14 January 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

‘আদিবাসী’ তিন তরুণীকে ধাওয়া করার অভিযোগে সাধু নিগ্রহ

আপনজন ডেস্ক: সাইকেল আরোহী তরুণীদের ধাওয়া করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়ার কাশীপুর থানা এলাকার গৌরাঙ্গডি গ্রামে সাধু নিগ্রহের ঘটনা ঘটল। জানা গেছে, উত্তর প্রদেশের বেরেলি থেকে গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে তিন সন্ন্যাসী সহ পাঁচজনের একটি দল গাড়িতে করে থামেন গৌরাঙ্গডি গ্রামে। তারা স্থানীয় একটি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে বাঁকুড়া যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে। সেই সময় দোকানদার তাদের কাছে জানতে চান তারা কোথায় যাবেন। তারা জানান তারা গঙ্গাসাগর যেতে চান। অভিযোগ, সেখানে তিন ‘আদিবাসী’ তরুণী সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল ওই সাধুরা। ভয়ে ওই আদিবাসী তরুণীরা সাইকেল ফেলে পাশের একটি ইট ভাটায় পৌঁছান। সেই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। ছেলে ধরার গুজব রটতেই ওই গাড়িকে ঘিরে ধরে এলাকার মানুষ মারধর করে ওই সাধুদের। ভাঙচুর করা হয় গাড়িও। পরে পুলিশ গিয়ে আক্রান্তদের উদ্ধার করে কাশীপুর থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১২ জন। অভিযুক্তদের শনিবার রঘুনাথপুর আদালতে তোলা হয়।

রাহুলের ‘ন্যায় যাত্রা’ বাংলার পাঁচ জেলায়

তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার আর্জি রাজ্য কংগ্রেসের

আপনজন ডেস্ক: মণিপুর থেকে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করার একদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস বাংলায় ইন্ডিয়া জোটের অংশ হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে কোনও আসন ভাগাভাগি থেকে সরে এসেছে। এআইসিসি পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর শনিবার কলকাতায় আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করতে। এই বৈঠক প্রসঙ্গে এক কংগ্রেস নেতা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আমাদের হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থককে বাড়ি থেকে বের করে বিধান ভবনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আমরা মীরকে বলেছি, কীভাবে তৃণমূল ভোট লুট করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, হাইকমান্ড যদি তৃণমূলের সঙ্গে জোটের জন্য চাপ দেয়, তাহলে আমরা এই লোকদের কী বলব? বলটি তাই হাইকমান্ডের কোর্টে রয়েছে।

তাই প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের আর্জি কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে, দয়া করে যেন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখা হয় বাংলায়।

রাজ্য কংগ্রেস নেতারা বলেছেন, তৃণমূলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে হ্রাস প্রাপ্ত ভোটারদের পছন্দ হবে না এবং শেষ পর্যন্ত বিজেপিকে রাজ্যে তার অবস্থান সুসংহত করতে সহায়তা করবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বামেরা ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। যদিও তারা একটি আসনও জিততে ব্যর্থ হয়েছিল। শুধুমাত্র আইএসএফ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙ্গড় একটি আসন দখল করেছিল। পুরুলিয়ার এক কংগ্রেস নেতা বলেন, তৃণমূল নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাদের নির্বাচিত সদস্যদের টার্গেট করেছে, তা সে পঞ্চায়েত সদস্য হোক বা বিধানসভা। তাই জোর পূর্বক জোট হলে ভোট বিজেপির দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না,” বলেছেন।

তিনি বলেন, পুরুলিয়ার ঝালদায় পৌরসভায় জয়ী কংগ্রেস হলেও দলবদল করে তৃণমূল দখল করে নেয়। একইভাবে, মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির একমাত্র কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস, যিনি উপ-নির্বাচনে জিতেছিলেন, গত বছর তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ২০২৩ সালের জুন মাসে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গঠনের জন্য সারা দেশের বিরোধী দলগুলির প্রথমবারের মতো একত্রিত হয়েছিল। নির্বাচনী সমঝোতার ক্ষেত্রে খুব কম অগ্রগতি হয়েছে। কারণ অনেক জোটসঙ্গী নির্দিষ্ট রাজ্যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। বাম দলগুলি, বিশেষত সিপিএমও প্রার্থী নির্বাচনের জন্য জমি তৈরি করার আগে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস কোন দিকে ঝুঁকে পড়ে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূল একাই বাংলায় লড়বে। একইভাবে, তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বাম দলগুলিও বাংলার শাসক দলগুলির সাথে কোনও সমঝোতার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। শনিবার সকালে জোটের একটি ভার্চুয়াল বৈঠকেও যোগ দেননি মমতা। অপরদিকে, মীর এবং চৌধুরী রবিবার মণিপুরে যাবেন। সেখান থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু হবে। বাংলার মোট সাতটি জেলা দিয়ে যাবে রাহুলের ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’। বাংলার পাঁচ দিনের যাত্রার প্রথম দু’দিনের সবিস্তার কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। শেষ তিন দিনের সূচি চূড়ান্ত নয়। অধীর পাঁচ দিনই থাকবেন রাহুলের সঙ্গে।

যাত্রার প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি কোচবিহার থেকে বাংলায় প্রবেশ করবেন। বিহারে প্রস্থানের আগে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি যাবেন। পরে কংগ্রেসের ঘাঁটি মুর্শিদাবাদ থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করবেন। ন্যায় যাত্রার তালিকায় থাকবে উত্তর দিনাজপুর, মালদহ জেলাও।

গত রবিবারের বৈঠকে অবশ্য অধীর চৌধুরি দার্জিলিং পাহাড়কে সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অধীর বলেন, দার্জিলিংয়ের সঙ্গে কংগ্রেস ও নেহরু-গান্ধী পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। নেহরু এসেছিলেন, তার নাতি এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিও এসেছিলেন। যদিও গত ১৫ বছর ধরে বিজেপি এই আসনটি দখল করে রেখেছে, কিন্তু মোদী কখনও দার্জিলিং যাননি। পার্বত্য অঞ্চলে রাহুলের যাত্রা সমর্থন জোগাড় করতে সহায়তা করতে পারে,” বৈঠকে উপস্থিত এক কংগ্রেস নেতা বলেছেন। গত মাসে রাহুল বিজেপির মিত্র গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য এবং হামরো পার্টির অজয় এডওয়ার্ডস সহ বেশ কয়েকজন পাহাড়ি নেতার সাথে দেখা করেছিলেন। কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা মনে করেন, যাত্রা সূচির তালিকায় কলকাতাকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

রাজ্যে তৃণমূল নেতৃত্ব দিতে চায়, জানাল জোটের বৈঠকে

–ফাইল চিত্র

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ না নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেস শনিবার তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। তৃণমূল বলেছে কংগ্রেসের উচিত বাংলায় তার সীমাবদ্ধতাগুলি স্বীকার করা এবং দলটিকে সেখানে রাজনৈতিক লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া।

বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকের শীর্ষ নেতারা শনিবার জোটকে শক্তিশালী করা, আসন ভাগাভাগির ফর্মুলা তৈরি করা এবং বিরোধী দলগুলির গ্রুপিংয়ের আহ্বায়ক রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। কয়েক দিন আগে ভার্চুয়াল মিটিং করার আগের প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত না হওয়ায় এটি এ ধরনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

এ বিষয়ে এক তৃণমূল সাংসদ বলেন, আমরা ইন্ডিয়া জোটের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিজেপিকে পরাজিত করতে একসঙ্গে কাজ করতে চাই। তবে আমরা আন্তরিকভাবে চাই কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের বাংলা ইউনিটের সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা স্বীকার করুক এবং তৃণমূলকে রাজ্যে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দিক। যদিও শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস জানায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না, কারণ তার পূর্বব্যস্ততা রয়েছে এবং তিনি ১৬ ঘন্টার নোটিশে সেগুলি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

তিনি বলেন, আমাদের বলা হয়েছিল যে অন্য কেউ উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কারণ জোটের প্রতিটি দল থেকে কেবল একজনকে অনুমতি দেওয়া হয়।

রাম মন্দিরের সূচনায় মুসলিমদের শামিল জায়েজ নয়, জানাল পার্সোনাল ল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: রাম মন্দিরের উদ্বোধনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, মুসলিম সংগঠনগুলি মুসলমানদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটি প্রেস নোট জারি করে মুসলমানদের সতর্ক করে বলেছে মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ যেখানে শত শত বছর ধরে প্রার্থনা করা হয়, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন ন্যায়বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে হত্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী এর প্রচার সংখ্যালঘুদের ক্ষতে নুন ছেটানোর শামিল। তাই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সরকারের এই অসাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের তীব্র নিন্দা জানায়। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ২২ জানুয়ারি প্রদীপ জ্বালানো এবং জয় শ্রী রাম স্লোগান দেওয়া উচিত কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সুতরাং মুসলমানদের বোঝা উচিত এটি একটি মূর্তিপূজারী কাজ ও মূর্তিপূজারী স্লোগান। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। তবে তিনি বলেন, ইসলাম সব ধর্মীয় পবিত্র ব্যক্তিত্বকে সম্মান করতে বলেছে। আমরা রাম সহ হিন্দুদের পবিত্র ব্যক্তিত্বকে সম্মান করি; কিন্তু আমরা তাদের ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করি না। একজন মুসলমান শুধুমাত্র আল্লাহর একেশ্বরবাদ এবং মহিমা উচ্চারণ করে, অন্য কোন ব্যক্তি নয়, তাই মুসলমানদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত এবং কখনোই এমন কাজ করা উচিত নয়।

পার্সোনাল ল বোর্ড তার প্রেস বিবৃতিতে আরও বলেছে, মহাবিশ্ব এবং এর স্রষ্টা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হল একমাত্র ঈশ্বর যিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রিযিক দান করেন, তিনিই জ্ঞান দান করেন, তিনিই মানুষকে সম্মান দান করেন এবং তিনিই জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন। সবাই বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান, আর এই বিশ্বাসের কারণেই মানুষের মধ্যেও সব প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা জন্মে, কারণ তারা সবাই আল্লার সৃষ্টি।

১০ লক্ষ সরকারি চাকরির লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে: নীতীশ

আপনজন ডেস্ক: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শনিবার জোর দিয়ে বলেছেন, তার সরকার রাজ্যে ১০ লক্ষ সরকারি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে কেবল অর্জনই নয় বরং “অতিক্রম” করার জন্য উন্মুখ।

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগপত্র বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতীশ কুমার বলেন, তার সরকার রাজ্যের সমস্ত জেলা সদরে ৯৬,৮২৩ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে নিয়োগপত্র দিয়েছে। এখানে গান্ধি ময়দানে মোট ২৬,৯৩৫ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক তাদের নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। আমরা এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৩.৬৩ লক্ষ মানুষকে সরকারি চাকরি দিয়েছি। আমরা শীঘ্রই রাজ্যের যুবকদের ১০ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করব।

তিনি আরও বলেন, আমি এটা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমরা কেবল লক্ষ্য অর্জন করব না বরং এটি অতিক্রম করব ... রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে। পাশাপাশি রাজ্যের যুবকদের জন্য পাঁচ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রায় ৩.৬৮ লক্ষ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিগগিরই যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা পাবেন। ২০২২ সালের আগস্টে বিহারে মহাজোট সরকার গঠনের পরে, কুমার ঘোষণা করেছিলেন, তার সরকার কমপক্ষে ১০ লক্ষ সরকারি চাকরি তৈরি করবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ “কর্মসংস্থানের সুযোগ” তৈরি করবে।

বিহার

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা গত ৭০ দিনে দুই লাখের বেশি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে নিয়োগপত্র বিতরণ করেছি। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ২ লক্ষেরও বেশি শিক্ষকের মধ্যে ৮৫ শতাংশ বিহারের এবং বাকি ১৫ শতাংশ রাজস্থান, হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও চণ্ডীগড়ের। বিহারের লোকেরা অন্যান্য রাজ্যেও নিয়োগ পান বলেও জানান নীতীশ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

স্টল নং ৪৬৬
(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

আপনাকে সাদর
আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ.)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
• চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
• সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
• বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
• এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
• বজ্রকলম ২৫০/-
• বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
• ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
• ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
• পুস্তক সম্রাট ৯০/-
• অনন্য জীবন ১৫০/-
• মুসাফির ১১০/-
• সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
• জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
• ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
• এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
• সেরা উপহার ৩০
• রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
• রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

বালুরঘাটে স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন:শনিবার বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। মূলত বালুরঘাট রেল স্টেশনে চলা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যান্য আরো কয়েকটি স্টেশনও পরিদর্শন করেন তিনি।
জানাগিয়েছে, বালুরঘাট থেকে ভবিষ্যতে আরো দূরপাল্লার ট্রেন চলার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণেই বালুরঘাট রেল স্টেশনকে উন্নত মানের পরিকাঠামো যুক্ত রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে চলছে অন্যান্য নানান রকম উন্নয়নমূলক কাজ। যার মধ্যে অন্যতম হলো সিক লাইন ও পিক লাইনের কাজ। এদিন বালুরঘাট স্টেশনের সিক ও পিট লাইনের কাজ খতিয়ে দেখেন ডিআরএম। এদিন নতুন সিক ও পিট লাইনে লোকো ইঞ্জিন ট্রায়াল রান হিসেবে চালানো হয়।
এবিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, 'বালুরঘাট রেল স্টেশনে অনেক ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। বিভিন্ন স্তরের কাজ সম্পন্ন করবার চেষ্টা চলছে। পিট লাইনের যে কাজ চলছিল তা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। যদি সম্ভব হয় ট্রায়াল করিয়ে দেখে নেয়া হবে যে কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা। অন্যদিকে, সিক লাইনের কাজ আশা করছি আগামী মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ১ জানুয়ারি থেকে বালুরঘাট-শিয়ালদা নতুন ট্রেন পরিষেবার শুভ সূচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এখান থেকে আরো নতুন ট্রেন চলার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।'

সাঁকরাইলে উদ্ধার গাঁজা

আপনজন: হাওড়া সিটি পুলিশের বিশেষ অভিযানে সাঁকরাইলে উদ্ধার হয় বেশ কয়েক কেজি গাঁজা। অভিযোগ, বছর দশেকেরও বেশি সময় ধরে এক ব্যক্তি ওই বেআইনি কারবার চালাচ্ছিলেন। নিমাই রায় নামের ওই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

হিন্দু ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পন্ন করল মুসলিম প্রতিবেশীরাই

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পাড়াতে হাতেগোনা মাত্র ২৫টি হিন্দু পরিবার। তার মধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন এক বৃদ্ধ। পাড়ার দুই হিন্দু মোড়ল-মাতব্বর এগিয়ে না এলেও প্রতিবেশী মুসলিমরা এগিয়ে এসে শেষকৃত্য সম্পন্ন করলো ওই বৃদ্ধের।
মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার কুঠিরামপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্যামাপ্রসাদ মন্ডল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু দুঃস্থ ওই পরিবারটি আর্থিকভাবে এতটাই পিছিয়ে ছিলো, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য করবে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না।
অবশেষে মুসলিম প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে শেষকৃত্যের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। হিন্দুরীতি মেনে ষাট বছর বয়সী মৃত শ্যামাপ্রসাদ মন্ডলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।
মৃতের মেয়ে রেবতী মন্ডল বলেন, 'আমাদের গ্রামের ২৫ টি হিন্দু পরিবারের মধ্যে দুই মোড়ল-মাতব্বর আছেন, তারা ঘটা করে দুর্গাপুজো করতে পারেন, কিন্তু কোনো দুঃস্থ ব্যক্তির মৃত্যু হলে ফিরেও তাকান না।'
দিনমজুর শ্যামাপ্রসাদের ছেলে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, মেয়ে অবিবাহিতা।
আর্থিকভাবে দুর্বল সেই পরিবারটির পক্ষে শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ কঠিন হবে ভেবে সেটাও পরবর্তীতে নিয়ম মেনে পুরোহিতের উপস্থিতিতে ভোজের আয়োজন করে শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসী মোস্তফা শেখ, সাকির শেখ, আরিজ খানের মতো মুসলিম প্রতিবেশীরা। তারা বলেন, 'যে কোনো দুঃসময়ে রামের পাশে রহিম আর রহিমের পাশে রাম দাঁড়াবে এটাই আমাদের মন্ত্র, এখানেই আমাদের সম্প্রীতি।'

তৃণমূলের ব্লক সম্মেলন চণ্ডীপুর হাই স্কুলে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুর-১(বি) ব্লকের সভাপতি মানিক দাসের নেতৃত্বে শনিবার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডীপুর হাই স্কুল মাঠে মালদা জেলার মধ্যে সবথেকে বড় ব্লক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল।
এদিন কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী,জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি,
প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস বুথ স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠন মজবুত করতে জেলা জুড়ে শুরু করেছে ব্লক কনভেনশন।হরিশ্চন্দ্রপুর-১(বি)ব্লক সভাপতি মানিক দাস জানান,তুলসীহাটা, রশিদাবাদ,বরুই ও কুশিদা এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এদিন ব্লক কনভেনশন করা হয়।প্রায় তিন হাজার মানুষ এই ব্লক কনভেনশনে হাজির হয়। এদিন সকলের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।তিনি আরো জানান,গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।যার জন্য পঞ্চায়েত গুলো তৃণমূলের হাত ছাড়া হয়েছে।আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই চারটি অঞ্চল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট ভোট পাবে বলে আশাবাদী।
জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন,'আমাদের ব্লক ও জেলা কমিটির প্রত্যেকে একসঙ্গে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।শুভেন্দু মমতার ঘাড়ে পা দিয়ে রাজনীতিতে উঠে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে।চব্বিশের লোকসভা ভোটে জেলার দুটো আসন তৃণমূলই দখল করবে।'

কলকাতায় বেআইনি বাড়ি আটকানোর ক্ষমতা কাউন্সিলরদের নেই: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: জগন্নাথ ঘাট থেকে অনেক গঙ্গার ঘাট ভাঙ্গা আছে। সেটা ঠিক করার কাজ করছি। আসলে এটা পোর্ট ট্রাস্টের দায়িত্ব। আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই। কারণ গঙ্গা ভাঙনের কাজ পোর্ট ট্রাস্টের করার কথা। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই অভিযোগ জানান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরোও বলেন, প্রজেক্টের কারণ যে ভাঙন এখন অনেকটা আটকে দেওয়া গেছে। অনেক জায়গায় জল প্রকল্প আটকে যাচ্ছে ভাঙনের জন্য।কেন্দ্র ভাঙন আটকানোর কাজে টাকা দিচ্ছে না। তেমনই তারা ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না। তারা এটা নিয়ে রাজনীতি করছে। যতদিন এই সরকার যাবে না তত দিন মানুষের সমস্যা মিটবে না বলে জানান ফিরহাদ হাকিম।
বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে মেয়রের মন্তব্য এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সরাসরি পুলিসের কাছে আসবে। তার পরে কলকাতা পৌর সংস্থা কাজ। কাউন্সিলরদের বেআইনি বাড়ি আটকানোর ক্ষমতা নেই। আর অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা নেই বলে জানান মেয়র।অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্য প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, মুদ্রা স্ফীতি হই হই করে বাড়ছে। যার ফলে ফুড ক্রাইসিস আসবে। নোট বন্দী করে কালো টাকা আটকাতে পারেনি। জঙ্গী দের আটকাতে পারেনি। আগে পেট্রোলের দাম কত ছিল আজকে কত ? প্রশ্ন ফিরহাদের।
মেয়র বলেন, বাংলার মানুষ চাইছেন মমতা ব্যানার্জিকে। তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন। অনুরাগ ঠাকুর রা তাকে সরাতে পারবে না। আইন শৃঙ্খলা বাংলায় শ্রেষ্ট । উত্তর প্রদেশে আইন শৃঙ্খলা কোথায়। আপনাদের ওখানে বুলডোজার বাবা এসে বাড়ি ফেলে দিচ্ছে মন্তব্য ফিরহাদের।
সাংবাদিকদের মেয়র বলেন,সবার উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ট্রোল আছে। চাঁদে কন্ট্রোল থাকতে পারে,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে নেই। মেয়র বলেন, পুরুলিয়ায় সাধুদের উপরে আক্রমণ হয়নি। নারী সম্মান সবচে বড়।তাদের তো সংগঠন নেই। তাই এদেরকে নিয়ে শুভেন্দু খেলছে। যাদবপুর সব সময় তৃণমূলের সাথে থাকবে। বুদ্ধদেববাবুর পর যাদবপুর তৃণমূলের।
এই রকম কিছু নেই ।আইন শৃঙ্খলা পুলিশের হাতে আছে। পুলিসের হতে ম্যাজিক নেই। তাহলে মেহুল চক্সি কে আনতে পারল না। দাউদ কে আনতে পারল না কেন পাল্টা প্রশ্ন ফিরহাদ হাকিমের।
কেন্দ্রকে রাজনৈতিক নিশানা করে মেয়র বলেন,তুষলকি করবার হচ্ছে। আগে বললো না কেন এখন বলছ দক্ষিণেশ্বর ফ্লাইওভার ভাঙতে বলছে। সেটা কি করে সম্ভব।

সমাজসেবার জন্য সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেলেন সহিদুল

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে 'ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড' সংস্থার সাথে যুক্ত ম্যাজিক এন্ড আর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সহিদুল হক মন্ডল।
সামাজিক ক্ষেত্রে সেবা কর্মসূচির জন্য যুব দিবসে সর্বভারতীয় ওই প্রতিষ্ঠান সহিদুলকে সম্মানিত করে । করোনা কালীন সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গু মোকাবিলায় ১০ হাজার মশারি বিতরণ, ১০ হাজার কম্বল বিতরণ, বিদ্যালয় পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ থেকে শুরু করে পরিবেশ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সেবামূলক কর্মসূচির সঙ্গে সহিদুল হক মন্ডল দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
চলতি বছরে দেশব্যাপী এক কোটি ফলের গাছ বসানো সংকল্প গ্রহণ করেছেন তিনি, ইতিমধ্যেই সেই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। পারিবারিক অনুপ্রেরণায় মানুষের পাশে থাকা বা সমাজের কল্যানে কাজ করতে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হন ।
সহিদুলের বাবা ছিলেন কৃষক, ছোটবেলার কথা তুলে ধরে সহিদুল বলেন, দারিদ্রতার জন্য তিন বছর বয়স থেকে সহিদুল অশোকনগর এলাকায় মামার বাড়িতেই বড়ো হন।
বর্তমানে তিনি এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসেবেই পরিচিত। প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'এম এন্ড বি সেবা ফাউন্ডেশন' যে সংস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত সমাজসেবা করে চলেছেন। সহিদুল হক মন্ডলের কথায় 'এই সম্মানিক ডক্টরেট উপাধি আগামী দিন আমাকে আরো অনুপ্রেরণা যোগাবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে। মানুষের পাশে থাকতে চাই, সমাজের জন্য কাজ করতে চাই এটাই আমার লক্ষ্য ।,
বিগত দিনের সর্বভারতীয় ওই সংস্থা এপিজে আবদুল কালাম, অমিতাভ বচ্চন, শচীন টেন্ডুলকারদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত করেছেন।
এবার সেই তালিকায় জায়গা করে নিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী সহিদুল হক মন্ডল।
এই অসামান্য স্বীকৃতির জন্য শনিবার সহিদুল কে সংবর্ধিত করে কো-অপারেটিভ সোসাইটি ডিএলটির পক্ষ থেকে সম্পাদক পিন্টু মন্ডল সহ অন্যান্য সদস্যরা।

পুলিশের উদ্যোগে মক ইন্টারভিউ মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সামনেই পুলিশে বড়সড় নিয়োগ। কলকাতা পুলিশে নিয়োগ হতে চলেছে দুই হাজারেরও বেশি পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল। ইতিমধ্যেই লিখিত পরীক্ষা, মাঠ অর্থাৎ শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সাড়ে চার হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী। মালদহ জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ লাইনে প্রাথমিকভাবে সফল পরীক্ষার্থীদের মক ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হল শনিবার দিনভর। আগামী ১৮ জানুয়ারি কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পুরুষ ও লেডি কনস্টেবল পদে ইন্টারভিউ। তার আগেই জেলার ছেলে, মেয়েদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে দেখতে মক ইন্টারভিউ- এর অভিনব উদ্যোগ। জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা রীতিমতো ইন্টারভিউ বোর্ড করে একের পর এক চাকরি প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেন। মূলত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ভয়-ভীতি জড়তা কাটিয়ে তোলাই এই মক ইন্টারভিউ- এর উদ্দেশ্য বলে জানান মালদহ পুলিশের ডিএসপি আইনশৃঙ্খলা আজহারউদ্দিন খান। মালদা ছাড়াও দুই দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদের বহু চাকরিপ্রার্থী এই মক ইন্টারভিউয়ে অংশ নেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জল নিকাশির হাইড্রেনের সূচনা নওদায়

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: জল নিকাশি হাইড্রেনের কাজ শুরু হওয়াই খুশি গ্রামবাসী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে শিবনগর এলাকায় জুম্মা মসজিদ থেকে রাজুর দোকান পর্যন্ত ১১০ মিটার জল নিকাশি হাই ড্রেনের কাজের শুভ সূচনা করেন শনিবার ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ। এলাকায় দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যা ছিল সেই সমস্যার কথা ব্লক তৃণমূল সভাপতিকে জানানোর পর তড়িঘড়ি হাই ড্রেনের কাজের শুভ সূচনা করেন। হাই ড্রেনের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ, নওদা পঞ্চায়েতের প্রধান ফিরোজ আলী, ব্লক নেতৃত্বরা সহ জনপ্রতিনিধিরা ।

সচেতনতা সভায় দিলীপ বেঙ্গসরকার

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: শনিবার বহরমপুরের এল এ ম ই টি স্কুলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে আইনী সচেতনতা বিষয়ক সভায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম ক্রিকেটার তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকার প্রধান অতিথি হিসেবে এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ইন্দ্র প্রসন্ন মুখার্জি কে সম্বর্ধিত করা হয়।মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র আইএএস, জেলার পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব আইপিএস সহ জেলার বিচারপতি এবং আইনজীবী গণ বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন।
সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

চাতক-এর দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ও নারী জাগরণ অনুষ্ঠান

মঞ্চে উপস্থিত চাতক পুরস্কার ও অনন্য নারী সম্মাননা ২০২৩ প্রাপকসহ চাতক এর দুই কর্ণধার। বাম দিক থেকে নাদিরা খাতুন, ড. হাবিবা রহমান, সামজিদা খাতুন, বেবি জেসমিন (বাংলাদেশ), আয়েশা সিদ্দিকা কনক (বাংলাদেশ), খাজিম আহমেদ, মুস্তারী বেগম (বাংলাদেশ), সাবিনা সৈয়দ, ড. শাহনাজ পারভীন (বাংলাদেশ), জেইজি বেগম, তানিয়া রহমত, শেখ মফেজুল।

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: চাতক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন দৃঢ় করতে ও নারী জাগরণের অন্যতম কর্মসূচি অতি সম্প্রতি পালিত হল অভিজাত ট্রেক্সটাইল কলেজ অডিটোরিয়াম মঞ্চে। এক ঝাঁক উদীয়মান থেকে শুরু করে বিশিষ্ট নারী হাজির হয়েছিলেন এই অনুষ্ঠান মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, লেখক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, সংগঠক, সমাজসেবী। এবং পশ্চিমবাংলার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন জেলার নবীন প্রবীণ মহিলারা। যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারী হিসেবে পরিচিত । বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি চেতনার সংগঠক কবি মুস্তারী বেগম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা অধ্যক্ষ ড.শাহনাজ পারভীন, প্রতিষ্ঠিত কবি আয়েশা সিদ্দিকা কনক, লেখক অধ্যাপক সাবরিনা শারমিন বনি, সংগঠক বেবি জেসমিন । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সংগঠক মৌসুমী চ্যাটার্জি, শিক্ষিকা কবি হামিদা বানু, পত্রিকার সম্পাদক কবি আঞ্জু মনোয়ারা আনসারী, কবি শিক্ষিকা নাজনীনা সুলতানা। মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষিকা কবি নাদিরা খাতুন, শিক্ষিকা কবি সামজিদা খাতুন, শিক্ষিকা সমাজকর্মী ডেইজি বেগম এবং শিক্ষিকা ড. হাবিবা রহমান। চাতক দীর্ঘদিন ধরে যর্থাথ যে বিষয় নিয়ে সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে এমন বিধ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এক ঝাঁক নারীকে এক মঞ্চে হাজির করে সম্মানিত করার প্রয়াসে এবং সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত নারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার।
যারা সমাজে অনন্য নারী হিসাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। মূলত মুসলমান সমাজের মহিলাদেরকে বেশি করে সামনের সারিতে এনে নারী জাগরণ ও নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার, সেই পথের সূত্র সন্ধানের জন্য তাদেরকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা। চাতক অনন্য নারী সম্মান প্রদানের জন্য এমন উদ্যোগ নিয়েছিল । এমন মঞ্চে সম্মানিত হয়ে উপস্থিত প্রত্যেক নারীই একে এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকার করেন।
এই পরিকল্পনা নিয়ে যিনি নিরন্তর ভাবিত, সেই ব্যক্তিত্বের নামই হল খাজিম আহমেদ। চাতকের এই কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করার মূল কারিগর হলেন শেখ মফেজুল । এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে মালদা থেকে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা থেকে নদীয়া, বর্ধমান থেকে বীরভূম নানা স্থানের ব্যক্তিবর্গ চাতককে সহযোগিতা করেছেন । সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চাতক ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শেখ মফেজুল।

ছাত্র ফেডারেশনের সভায় দীপ্সিতা ধরের বক্তব্য ঘিরে বিশৃঙ্খলা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: সিপিআইএম প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন এসএফআই এর ২১তম বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার রামপুরহাট শহরের ছয় ফুকো মোড়ে। জেলা সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়।সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই এর সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দীপ্সিতা ধর।এছাড়াও ছিলেন এসএফআই বীরভূম জেলার সম্পাদক সৌভিক দাশবক্সী এবং সিপিআইএম নেতৃত্ব হিসেবে ছিলেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন,জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিক, অমিতাভ সিং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।এদিন প্রকাশ্য সমাবেশে দীপ্সিতা ধরের বক্তব্যে রাম মন্দিরের প্রসঙ্গ উঠে আসায় সভার মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে পড়েন এক ব্যক্তি। সভার মধ্যে থেকে একাই চিৎকার করে বলতে থাকে রাম মন্দির ছাড়া আর অন্য কোন প্রসঙ্গ নাই কি? এই নিয়ে সভাস্থলে শুরু হয়ে যায় চিৎকার চেঁচামেচি। গন্ডগোলের জেরে উক্ত ব্যাক্তিকে ঘিরে ভিড় জমতে শুরু করে। পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া অন্যত্র।সংগঠনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ বলে জানা যায়।

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনে যাচ্ছেন না পুরীর শংকরাচার্য

বাবলু প্রামানিক ● সাগর

আপনজন: শনিবার দুপুরে শঙ্করাচার্য মঠে সাংবাদিক বৈঠক করেন পুরীর শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দজী মহারাজ। ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন নিয়েতিনি বলেন, শ্রীরাম জি যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হোক এটা আবশ্যক। বিধি নিষেধ মেনে শাস্ত্রসম্মত বিধায় ভগবানের প্রতিষ্ঠা, পূজা অর্চনা হোক এ নিয়ে কোনো শংকরাচার্যদের মধ্যে মতভেদ নেই। শাস্ত্রের উপর শাসন করা কাজ শংকরাচার্যের। মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শাস্ত্রসম্মত বিধি নিষেধ পালন করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবস্থা এই তিনটিকে নিয়ে সংবিধান চলে। সংবিধানের সীমারেখায় ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বিধি-নিষেধ পালন না করে সমস্ত ক্ষেত্রে দখল করাকে রাজনীতিতে উন্মাদ বলে মানা যায়। সংবিধানে এটা জঘন্য অপরাধ। তবে আমাদেরও একটা সীমারেখা আছে। কোথায় যাব ? কি খাব? কোথায় হস্তক্ষেপ করা উচিত? কোথায় শাসন করা উচিত? এটা শংকরাচার্যের কাজ নয়। মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শাস্ত্রসম্মত বিধি-নিষেধ পালন করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। সেটাকে অতিক্রম করা মানেই ভগবানের সঙ্গে বিদ্রোহ করা। তারা ধ্বংস হবে। আর অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে বলেন, ২২ শে জানুয়ারি অযোধ্যায় যাওয়ার কোন কর্মসূচি আমার নেই। একজন উদ্বোধন করবেন আর আমি বসে হাততালি দেব। দু তিনটি রাজনৈতিক না যাওয়অয় তাদেরকে হিন্দু বলা যাবে না প্রশ্নে তিনি জানান, সারা বিশ্বে ২০৪ টি দেশের মধ্যে ৫৬ টি হিন্দু দেশ আছে। অনেকেই নিমন্ত্রণ পায় নি। তারা এই অনুষ্ঠানে যেতে পারবে না। তাহলে তারা কি সনাতন হিন্দু নয়। সর্বোপরি আমি তো যাচ্ছি না। তাহলে আমি কি হিন্দু সনাতন ধর্মের নই।

প্রথম নজর

তাইওয়ানে চিনবিরোধী নেতা লাই চিং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানের নির্বাচনে চীনবিরোধী নেতা লাই চিং তে জয়লাভ করেছেন। তিনি ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (ডিপিপি) থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন। এ নিয়ে টানা তিনবার তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট পদে চীনবিরোধী দল ডিপিপির প্রার্থী নির্বাচিত হলেন। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) ২ কোটি ৩০ লাখ মানুষের স্বশাসিত দ্বীপরাষ্ট্র তাইওয়ানে ভোটগ্রহণ হয়। আট ঘণ্টার ভোটগ্রহণ শেষে ঘোষণা করা হয় ফলাফল।

দেশটির নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৯৯ শতাংশ ভোট কেন্দ্রের ব্যালট গণনা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, লাই চিং ৪০.১৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনপন্থি দল কুওমিনতাং দলের প্রার্থী হুও-ইউ-ই পেয়েছেন ৩৩.৪৪ শতাংশ ভোট। এছাড়া তাইওয়ান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান কো ওয়েন জে পেয়েছেন ২৬.৪৩ শতাংশ ভোট। নির্বাচনে চীনবিরোধী ডিপিপির প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য বেইজিংয়ের তরফ থেকে কঠোর হুঁশিয়ারই ছিল। নির্বাচনের আগে সমীকরণ এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার অর্থ হবে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান। তবে নির্বাচনে তাইওয়ানের ভোটাররা চীনের সতর্কবার্তাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। নবনির্বাচিত ডিপিপির নেতা লাই চিং তে তাইওয়ানের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট।

আগামী মে মাসে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বর্তমান চীনবিরোধী প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েনের নীতি অব্যাহত রাখবেন। তবে আগামী চার বছর তার মেয়াদে চীনের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখারও চেষ্টা করবেন তিনি।

ভিয়েতনামের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: ভিয়েতনামের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী এনগুইয়েন থান লংকে ১৮ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। করোনা মহামারি চলাকালে টেস্টিং কিট ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। লং এর পাশাপাশি আরও কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীকেও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। শুক্রবার ভিয়েতনামের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, করোনা মহামারির সময়ে বিভিন্ন কোম্পানিকে টেস্টিং কিট আমদানির অনুমোদনের বিনিময়ে ২২ লাখ ৫০ হাজার ডলার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে লং এর বিরুদ্ধে। তাছাড়া কিটগুলোর দাম বাড়াতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশেরও অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। আদালতে এসব অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন লং। রায় ঘোষণার পর কারাগারে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমি দোষ করেছি ও আমি আমার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। রয়টার্স জানিয়েছে, এই কেলেঙ্কারির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভিয়েত এ টেকনোলজি করপোরেশন নামে একটি বেসরকারি মেডিকেল ফার্ম। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য করোনভাইরাস পরীক্ষার কিট তৈরি করার জন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে আঁতাত করে ও পরিবর্তীতে সেসব কিট বাড়তি দামে বিক্রি হয়েছিল।

ভিয়েত এ'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ফান কোক ভিয়েতকে সপ্তাহব্যাপী বিচারপ্রক্রিয়া শেষে ২৯ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে আরেকটি পৃথক বিচারে তাকে আরও ২৫ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি মহামারি চলাকালীন ভিয়েতনামে ৫ কোটি ২৫ লাখ ডলারের কিংবা ১ দশমিক ২৩ ট্রিলিয়ন ডং (ভিয়েতনামি মুদ্রা) মূল্যের করোনা টেস্টিং কিট বিক্রি করে। যা মূল দাম ছিল ৪০ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

২০২৪ সালের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার ঘোষিত

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের জন্য মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার 'কিং ফয়সাল প্রাইজ'র (কেএফপি) মনোনীতদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইসলামের সেবা, ইসলাম শিক্ষা–এই চার ক্যাটাগরিতে চার ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হয়। গত বুধবার দীর্ঘ পর্যালোচনার পর প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেন। আরব নিউজ জানিয়েছে, এ বছর ইসলাম শিক্ষা বিভাগে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাভালন ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ওয়ায়েল হাল্লাক। তিনি 'ইসলামী আইন ও এর সমসাময়িক প্রয়োগ' গবেষণার জন্য তিনি পুরো বিশ্বে সমাদৃত। ইসলামের সেবা বিভাগে দ্য জাপান মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন ও লেবানিজ গ্র্যান্ড মুফতির উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ সাম্মাককে মনোনীত করা হয়। এ বছর আরবি ভাষা ও সাহিত্য ক্যাটাগরির বিষয়বস্তু ছিল 'আরবি ভাষার প্রচারে অনারব প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রচেষ্টা।' তবে এবার পুরস্কারের সব মানদণ্ড পূরণ না হওয়ায় এ বিভাগে কাউকে মনোনীত করা হয়নি। এ বছর মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক জেরি মেন্ডেলকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। এদিকে জীববিজ্ঞান বিভাগে হাওয়ার্ড ইউয়ান-হাও চ্যাং পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক। বিশ্বের নানা প্রান্তের গুণী মুসলিম ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা দিতে কিং ফয়সাল ফাউন্ডেশন ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৯ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার দেয়া শুরু হয়। প্রথম বছর শুধু ইসলামের সেবা, ইসলাম শিক্ষা ও আরবি সাহিত্য–এই তিনটি বিভাগে পুরস্কার দেয়া হয়। ১৯৮১ সালে চিকিৎসা ও বিজ্ঞানকে পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ৪৫ বছরে ৪৫টি দেশ থেকে সর্বমোট ২৯০ জনকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। তাদের হাতে দুই লাখ মার্কিন ডলার, ২০০ গ্রাম ওজনের ২৪ ক্যারেটের স্বর্ণপদক, একটি প্রশংসাপত্র এবং পুরস্কারযোগ্য কাজের সারমর্ম তুলে দেয়া হয়।

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যার প্রমাণ দেবে তুরস্ক

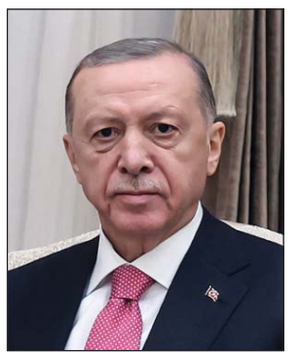

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) বা বিশ্ব আদালতে চলছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আনা গাজায় গণহত্যার অভিযোগের শুনানি। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান বলেছেন, তুরস্ক এই গণহত্যার প্রমাণ দেবে এবং দোষী সাব্যস্ত হবে ইসরায়েল। সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরায়েল এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। শুক্রবার ইস্তাম্বুলে এক সংবাদ সম্মেলনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যার নথি সরবরাহ করে যাবে তুরস্ক। আর সেগুলোর বেশির ভাগই ভিজ্যুয়াল নথি। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, ইসরায়েল দোষী সাব্যস্ত হবে। আমরা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করি। ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ তুলে গত ৩০ ডিসেম্বর মামলার আবেদন জমা দেওয়ার দিন আইসিজেকে দ্রুত এ বিষয়ে শুনানির অনুরোধ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে ১১ জানুয়ারি শুনানি শুরুর দিন ধার্য করেন বিশ্ব আদালত। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় ২৩ হাজার বেসামরিক মানুষ হত্যার মাধ্যমে গণহত্যার অভিযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে ১০ হাজারের বেশি শিশু। ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে এরদোগানকে জবাব দিয়ে বলেছেন, অতীতে আর্মেনিয়ায় গণহত্যা চালানো দেশ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এখন ভিত্তিহীন দাবি নিয়ে ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন। ইসরায়েল আপনার বর্বর মিত্রদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছে, ধ্বংসের উদ্দেশ্যে নয়। উল্লেখ্য, ১৯১৫ সালে অটোমান তুর্কি বাহিনীর হাতে লাখ লাখ আর্মেনিয়ানের নিহত হওয়াকে ২০২১ সালে 'গণহত্যা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার কথা স্বীকার করলেও তাকে 'গণহত্যা' বলতে নারাজ।

বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের নেতা-কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মশালমিছিল করেন। ঢাকা, ১২ জানুয়ারি

ইয়েমেনে হামলা চালিয়ে বিপাকে বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বিভিন্ন অবস্থানে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এই হামলার অনুমতি দিয়ে বিপাকে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কারণ, ইয়েমেনে হামলা চালানোর ব্যাপারে যথাযথ প্রক্রিয়া মানেননি বাইডেন। তিনি কংগ্রেসকে অবগত না করেই এই হামলার অনুমতি দিয়েছেন। কংগ্রেসম্যান রো খান্না বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সংঘাতে জড়ানোর আগে অবশ্যই বাইডেনের কংগ্রেসকে জানানো উচিত ছিল। আরেক কংগ্রেসম্যান ভাল হলি বলেছেন, কংগ্রেস বিদেশে সামরিক হামলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে একমাত্র কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেক প্রেসিডেন্টেরই শুরুতেই কংগ্রেসে আসা উচিত এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাওয়া উচিত। আবার অনেকে বাইডেনের এমন হস্তক্ষেপকে সমর্থন করলেও বলছেন, অস্ত্রের চেয়ে কূটনৈতিকভাবেই সংকট সমাধানের চেষ্টা করা জরুরি। লোহিত সাগরে বেশকিছুদিন ধরেই ইসরাইলহগামী জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে হুথি বিদ্রোহীরা। সেই হামলার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবেই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে।

বিশ্ববাজারে আবারো বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার রাতে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে মার্কিন-ব্রিটিশ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় উল্লম্ফণ ঘটেছে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দামে।

অপরিশোধিত তেলের দুই বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুড এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড– শতাংশ হিসেবে উভয়ের দাম ব্যারেলপ্রতি বেড়েছে চার শতাংশের বেশি।

রয়টার্সের তথ্য অনুসারে, শুক্রবার প্রতি ব্যারেল (এক ব্যারেল = ১৫৯ লিটার) ব্রেন্ট ক্রুড বিক্রি হয়েছে ৮০ দশমিক ৫৭ ডলার এবং প্রতি ব্যারেল ডব্লিউটিআই ক্রুড বিক্রি হয়েছে ৭৫ দশমিক ০৭ ডলারে। আগের দিন বৃহস্পতিবারের তুলনায় এই দিন ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ১৬ ডলার বা ৪ দশমিক ১ শতাংশ এবং ডব্লিউটিআই'র দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৫ ডলার বা ৪ দশমিক ২ শতাংশ।

জ্বালানি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এমএসটি মারকুইয়ের বিশ্লেষক সাউল ক্যাভোনিক রয়টার্সকে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'জ্বালানি তেলের বৈশ্বিক বাণিজ্যে লোহিত সাগর-হরমুজ প্রণালী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই রুটে অস্থিরতা শুরু হয়– তাহলে তা আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।'

'এমনকি ১৯৭০ সালে জ্বালানি তেলের দামে যে অস্বাভাবিক উল্লম্ফণ ঘটেছিল এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে প্রাকৃতির গ্যাসের দাম যে হারে বেড়েছে, তার চেয়েও বড় হবে এই প্রভাবের মাত্রা,' বলেন সাউল ক্যাভোনিক।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ হিসেবে গত দুই মাস আগে থেকে লোহিত সাগরে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে লক্ষ্যবস্তু বানানো শুরু করে ইয়েমেনের অর্ধেক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। পেন্টাগনের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই মাসে লোহিত সাগরে মোট ২৭ বার বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে হুথিরা।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে ২০টি ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী।

তারপরই সেদিন দিবাগত রাতে ইয়েমেনে হুথিদের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা চালিয়েছে লোহিত সাগরে টহলরত মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জান্তার সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি মায়ানমারের বিদ্রোহী জোট

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ দিনের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর মায়ানমারের ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে দেশটির তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' জোট। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) অ্যালায়েন্সের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, চীনের মধ্যস্থতায় আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। মায়ানমারের জান্তাবাহিনী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থানের পর গত বছরের অক্টোবর উত্তর মায়ানমারের তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী-মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ) সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই শুরু করে।

মাঝে চীনের মধ্যস্থতায় এই তিন গোষ্ঠীর সঙ্গে একবার সমঝোতার চেষ্টা হলেও তা ব্যর্থ হয়। তবে এবারে এসে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলো তারা। মূলত সীমান্তে বাণিজ্যে বাধা এবং শরণার্থী আগমনের সম্ভাবনা নিয়ে চীনে উদ্বেগের কারণেই এ তৎপরতা। বেইজিং গত মাসে বলেছিল, পক্ষগুলো একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং সংলাপ বজায় রাখতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা গত সপ্তাহে চীনা সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর, লাউকাইয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্য এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। থ্রি ব্রাদার অ্যালায়েন্সভুক্ত সশস্ত্র গোষ্ঠী টিএনএলএর এক নেতা বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'আমরা শত্রুপক্ষের (সামরিক সরকার) সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ভবিষ্যতে আমরা আর শত্রুপক্ষের সেনাছাউনি বা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকাগুলোতে হামলা চালাব না; আর বিপরীতে তারাও আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে বিমান ও বোমা হামলা থেকে বিরত থাকবে।' এদিকে শুক্রবার এক ব্রিফিংয়ে চীনরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং জানান, গত বুধবার (১০ জানুয়ারি) চীনের দক্ষিণাঞ্চলী প্রদেশ ইউনানের রাজধানী কুনমিংয়ে বৈঠক হয়েছে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স এবং জান্তা প্রতিনিধিদের মধ্যে। দীর্ঘ সেই বৈঠকের পর চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হন দুই পক্ষের প্রতিনিধিরা। সাম্প্রতিক সহিংসতার কারণে মায়ানমারে ৩ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৮ মি.

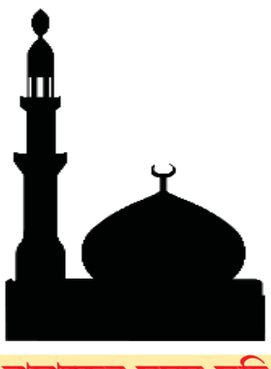

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫১	
আসর	৩.৩৬	
মাগরিব	৫.১৮	
এশা	৬.৩১	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

সুদানে বোমা হামলায় ৩৩ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: সুদানের রাজধানী খার্তুমে হামলায় অন্তত ৩৩ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশের প্রাণ গেছে বিমান হামলায়। শুক্রবার সুদানের গণতন্ত্রপন্থী আইনজীবীরা রাতে এমন তথ্য দিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যম আরব নিউজ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ খার্তুমের সোবা জেলায় বিমান থেকে করা বোমা হামলায় ২৩ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। একই ঘটনায় আরো কয়েকজন আহত হয়।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত বেড়ে প্রায় ২৪ হাজার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অব্যাহত হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার (১৩ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। বিবৃতিতে জানানো হয়, গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় শুক্রবার পর্যন্ত ২৩ হাজার ৭০৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৬০ হাজারেরও মানুষ। হতাহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আরো বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১৫১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ২৪৮ জন। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ রয়েছে ৭ হাজার। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তারা আর বেঁচে নেই। এদিকে গাজায় হামলার তীব্রতা আরো জোরদার করেছে হানাদার ইসরায়েল। দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ জানিয়েছে, হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত গাজায় তাদের অভিযান থামবে না এবং এই যুদ্ধ আরো কয়েক মাস ব্যাপী চলবে।

ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা বন্ধ করল আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা প্রবাহ বন্ধ হয়ে পড়েছে। মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদন না মেলায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তবে আগামীতে ইউএস পার্লামেন্ট অবস্থান পাল্টালে আবারও তা শুরু হতে পারে।

বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা জন কিরবি। তিনি বলেন, আমরা সহায়তা প্যাকেজ সংক্রান্ত সর্বশেষ যে বিলটি কংগ্রেসে পাঠিয়েছিলাম, সেটি অনুমোদিত হয়নি। তাই আপাতত ইউক্রেনে আমাদের সামরিক সহায়তা স্থগিত রয়েছে। কংগ্রেস যদি অবস্থান পরিবর্তন করে, ফের তা শুরু হবে।

বিভিন্ন মিত্র দেশে সামরিক সহায়তা বাবদ ১০ হাজার কোটি ডলার চেয়ে কংগ্রেসে গত ডিসেম্বরে একটি বিল পাঠিয়েছিল বাইডেন প্রশাসন। এই প্যাকেজের মধ্যে ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার কোটি ডলার। কিন্তু সেই বিলটি আটকে দিয়েছে কংগ্রেস। ডিসেম্বরের শেষ দিকে অবশ্য কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে নিজের প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে ইউক্রেনে ২৫ কোটি ডলারের একটি সহায়তা প্যাকেজ পাঠিয়েছিলেন বাইডেন, কিন্তু সেজন্য কংগ্রেসে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।

উত্তর কোরিয়ায় নজরদারিতে গোয়েন্দা উপগ্রহ উৎক্ষেপণ জাপানের

আপনজন ডেস্ক: এবার উত্তর কোরিয়ায় নজরদারি করতে মহাকাশে উপগ্রহ পাঠালো প্রতিবেশী দেশ জাপান। দেশটির ফ্ল্যাগশিপ এইচ-টু-এ রকেট এই তথ্য সংগ্রহকারী কৃত্রিম গোয়েন্দা উপগ্রহকে সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে।

শুক্রবার জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কাগোশিমা জেলার তানেগাশিমা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এইচ-টু-এ তার বুস্টার রকেট এবং প্রথম-পর্যায়ের ইঞ্জিনটি বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ২০ মিনিট পরে অপটিক্যাল উপগ্রহটিকে তার নির্ধারিত কক্ষপথে স্থাপন করে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, উপগ্রহটি কয়েকশ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে পৃথিবীর যেকোনো জায়গার ছবি তুলতে পারে। কার্যত উপগ্রহটি উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ স্থল পর্যবেক্ষণের মতো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়া এই কৃত্রিম গোয়েন্দা উপগ্রহটির মাধ্যমে জাপান সরকার ভৌগলিক দুর্যোগের সময় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্যও ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ২৮ পৌষ ১৪৩০, ১ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

গণতন্ত্রের নামে পরিহাস

সত্যজিত্ রায় রচিত ও পরিচালিত বিখ্যাত 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে হীরক রাজা তাহার জ্যোতিষীর নিকট একটি অনুষ্ঠানের শুভ দিনক্ষণ জানিতে চাহেন। জ্যোতিষী গ্রহনক্ষত্র বিচার করিয়া বলিলেন যে, রাজা যেই দিন অনুষ্ঠান করিতে চাহিতেছেন সেই দিনটি শুভ নহে। তবে ইহার পরই জ্যোতিষী যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ হইল—রাজা যদি চাহেন তো, অশুভকেই শুভ বানাইয়া দেওয়া যায়; অর্থাত্ রাজার ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা।

সিনেমাটি রূপক। তবে এই সিনেমার বহু ঘটনা ও সংলাপের সহিত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের নানান ঘটনার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানের কথাই বলা যায়। দেশটি যেন সব সম্ভবের লীলাক্ষেত্র। যিনি এতদিন ছিলেন অচ্ছুত-মহাবিপদাপন্ন, অদৃশ্য মহাশক্তির অনুগ্রহে তিনিই আজ হইয়া যাইতে পারেন সবচাইতে বড় ঘুঁটি। পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)-এর প্রধান নওয়াজ শরিফ, যিনি তিন বারের প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে ফৌজদারি মামলায় কারাদণ্ড হইলে সেই দেশের রাজনীতিকরা আর ভোটে দাঁড়াইতে পারেন না। কিন্তু সেই নিয়মই বাতিল করিয়াছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। তাহার আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর আজীবনের নিষেধাজ্ঞা গত সোমবার প্রত্যাহার করিয়াছে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। স্বাভাবিকভাবেই সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে নওয়াজ শরিফের আর নির্বাচনে লড়িতে কোনো বাধা থাকিল না। অথচ, আমরা যদি নওয়াজ শরিফের দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমার দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব, প্রায় পুরাটা সময় তিনি পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সহিত বিবাদে জড়াইয়া ছিলেন। শেষবার তিনি যখন পাকিস্তানে দুর্নীতির দায়ে সাজা খাটিতেছিলেন, তখন স্বাস্থ্যগত কারণে ২০১৯ সালের নভেম্বরে জেল হইতে বাহিরে আসিবার সুযোগ পান এবং স্বেচ্ছায় লন্ডনে নির্বাসিত হন। বিবিসির একটি বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, সেনাবাহিনী একদিন যাহাকে ক্যু করিয়া ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিল, বিশেষ কারণে তাহাকেই আবার ক্ষমতার মসদনে বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, গত চার বত্সরে সকল চরিত্রেরই যেন বদল ঘটিতেছে। নওয়াজ শরিফের প্রতিপক্ষ ইমরান খান, যিনি ২০১৮ সালে শরিফের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি এখন সেনাবাহিনীর সহিত প্রবল দ্বন্দ্বে কারাগারে অন্তরিন। জনাব শরিফের দল পিএমএল-এন পার্টি সেই সময় পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব নেয়, যাহার প্রধান হইলেন নওয়াজ শরিফের ছোট ভাই শাহবাজ শরিফ।

পাকিস্তানে এই বত্সর যেই নির্বাচন হইবে—তাহা কি সুষ্ঠু হইবে? এই প্রশ্ন প্রায় সকলের। ইমরান খানের দলের লোকজন বলিতেছেন যে, কীভাবে নির্বাচনের পূর্বে দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতাকে (ইমরান খানকে) কারাগারে অন্তরিন রাখিতে পারে? মজার ব্যাপার হইল, নওয়াজ শরিফের দলও অনেকটা একই কথা বলিয়াছিল, যখন ২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে তিনি কারাগারে যান। সেই কারণে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করিয়াছেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। শুধু এইবার পিটিআইয়ের জায়গায় সুবিধা পাইতেছে পিএমএল-এন। এই ব্যাপারে বিবিসির একটি পর্যালোচনায় বলা হইয়াছে যে, প্রথমে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী (দেশটির নেপথ্য মূলশক্তি) ইমরান খানকে বাছিয়া লইয়াছিল, কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল, জনাব খান তাহাদের জন্য নিরাপদ। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল ইমরান খানের দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণত হাসিল হইতেছে না, তখন তাহারা জনাব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার সিদ্ধান্ত লইল এবং নওয়াজ শরিফকে এখন পুনরায় মঞ্চে অবতারণ করা হইল।

এই যখন হয় তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের ভবিতব্য, তখন আড়ালে বসিয়া 'গণতন্ত্র' অট্টহাস্য করে বটে। ইহা যেন পুতুলনাচের ইতিকথার মতো। অদৃশ্য সুতা সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই সুতা যাহাদের হাতে, তাহারা যাহাকে প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহাকে মঞ্চে লইয়া আসেন। আবার যাহাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, মঞ্চ হইতে তাহাকে সরাইয়া নিক্ষেপ করেন অন্ধকারে। অথচ গণতন্ত্রে পুতুলনাচের অদৃশ্য সুতার থাকিবার সুযোগ নাই। তাহা হইলে আর সেইখানে গণতন্ত্র থাকে না। যাহা থাকে তাহা গণতন্ত্রের নামে পরিহাস।

• • • • • • • • • • • • •

গণতন্ত্রে সংখ্যাতন্ত্র / ১

আর মাস দুয়েকের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সম্ভবত আর কখনও হয়নি। সাধারণ মানুষ কি এই গুরুত্ব অনুভব করতে পারছেন? প্রায় আশি বছরের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা রয়েছে দেশের। মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা এখনও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যথেষ্ট বলা যাবে না। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও অবশ্য জয়যাত্রা অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষীয় গণতন্ত্র কি আজ চ্যালেঞ্জের মুখে, চ্যালেঞ্জের মুখে সাংবিধানিক কাঠামো? লিখেছেন **কাজী খায়রুল আনাম**।

আর মাস দুয়েকের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সম্ভবত আর কখনও হয়নি। সাধারণ মানুষ কি এই গুরুত্ব অনুভব করতে পারছেন? প্রায় আশি বছরের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা রয়েছে দেশের। মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা এখনও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যথেষ্ট বলা যাবে না। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও অবশ্য জয়যাত্রা অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষীয় গণতন্ত্র কি আজ চ্যালেঞ্জের মুখে, চ্যালেঞ্জের মুখে সাংবিধানিক কাঠামো?

অধিকার হল জন্মগত। গণতান্ত্রিক অধিকার তারই একটা। নাগরিকের রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির মধ্যে ভোট দানের অধিকার হল গুরুত্বপূর্ণের মধ্যে গুরুত্বে আরও পরিপূর্ণ। ভোটের মাধ্যমে মানুষ শাসক নির্বাচন করে। কাজটি সম্পন্ন করতে নাগরিকের নির্দিষ্ট বয়স হলেই চলে। সংখ্যার ভিত্তি গণতন্ত্রে বিজয় ভাগ্য নির্ভর করে। সংখ্যার অধিকার গণতন্ত্রে শেষ কথা। সংখ্যার দৌড়ে রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের পথ পরিহার করতে দ্বিধা করে না। তাতে অবশ্য ভারতীয় গণতন্ত্রের দূর্ভাগ্য লেখা নেই। সংখ্যা জোগাড়ে বাহু শক্তির আস্ফালনে গণতন্ত্রের ললাট লিখন প্রকট হয়ে ওঠে। মজার ব্যাপার হল, ভারতবর্ষের সব দলেরই বাহু আছে। এবং তাতে শক্তিও আছে। তা থাকা স্বাভাবিক। তা না হলে প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি করবে কোন দলের সাধ্যি? গণতন্ত্র রাজনীতির বাহু শক্তি দাবি করে অপশক্তি নয়। তাহলে প্রশ্ন এসে যায়, সংখ্যার রাজনীতির জন্যই গণতন্ত্র তার মাধুর্য হারিয়েছে? গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের শক্তির আধার হল রাজনীতি। রাজনীতি সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। সংখ্যা শক্তির মুখাপেক্ষি। এই শক্তির প্রদর্শনে গণতন্ত্রের পতাকা ভূ-লুণ্ঠিত হলেও রাজনীতি সাংবিধানিক মান্যতা খুঁজে বেড়ায়। জনপ্রতিনিধিদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিলাসবহুল অস্থায়ী কয়েদখানায়। আবার সংখ্যা বাঁচাতেও এমন ব্যবস্থাপনা করতে হয়। রাজনীতির এই সংখ্যার ধকলে গণতন্ত্রের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। তা - হলেও ক্ষমতার 'অহং-উল্লাস'এ মেতে ওঠে হার না মানা রাজনীতি। কোনো বিশেষ দলকে এব্যাপারে দোষী বলে প্রমাণ করা যাবে না। প্রায় সব দলের সাংগঠনিক সংস্কৃতি একই। গণতন্ত্রের এই সংখ্যার ফাঁকি জনতার রায়কে অপমান করে চললেও মানুষ রাজনীতিতে তাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জয়ের উদগ্র বাসনা তা স্বাভাবিকতা অর্জনের মূল কারণ। ফলে, গরিষ্ঠের মতকে উপেক্ষা করে চলেছে সুবিধাবাদের রাজনীতি। স্পষ্টত, নীতি - নৈতিকতা নয় জিতে যাচ্ছে সংখ্যার রাজনীতি। কেবলই সংখ্যার রাজনীতি। নেতা ভাবছেন তাঁর পিছনে সংখ্যা আছে। সাধারণ ভাবছেন তাঁদেরও পিছনে সংখ্যা আছে। কিন্তু সংখ্যা দিয়েই কী গণতন্ত্রের সবটা হয়ে থাকে?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যার মাহাত্ম্য অস্বীকার করার উপায় নেই। সংখ্যা বাদ দিলে গণতন্ত্রে যা অবশিষ্ট থাকে তা আরও মারাত্মক। মারাত্মক এই কারণে কেননা তাতে গণতন্ত্র বিনাশক স্বৈরশক্তির উদ্ভব ঘটে। অন্যদিকে সংখ্যার জন্য গণতন্ত্রে জনগণের শরণ নিতেই হয়। জননেতা আদর্শ উদ্দেশ্য জলাঞ্জলি দিলেও জনগণের আশ্রয় ছাড়া তার গত্যান্তর থাকে না। এবং সংখ্যার মান্যতা ভিন্ন তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়ে। গণশক্তি তে শক্তির মাহাত্ম্যে সংখ্যার গরিমা অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে সব সময় নীতি - নৈতিকতার আকাশটা ঢাকা দেওয়া যায় না। দলবদলে যেমন ভোল বদল করতে হয়, তেমনি নীতি - নৈতিকতা মাড়িয়ে নতুন মঞ্চে উঠতে হয়। সেই মঞ্চে আর যাই হোক গৌরবের ভাষা চলে না। রাজনীতির অভিমুখ বদলে আক্রমণের নব বিশেষণ খুঁজতে হয়। খুঁজতে হয় নীতিহীন অবিধানে অব্যবহৃত শব্দ। তাতে নেতার কণ্ঠে জেতার ভাষণ থাকলেও বিশ্বাসের অভাব খোঁজে সংখ্যা। স্পষ্টত, অবিশ্বাসের বাতাবরণে বিশ্বাস হারায় গণতন্ত্র। গণতন্ত্র নেতার পকেটে থাকে না। গণতন্ত্রের পকেটে থাকে নেতা। তারপরও গণতন্ত্রের বদলে নেতার ওপর ভরসা রাখবে মানুষ? মানুষ নেতা - নেত্রীর ওপর ভরসা রাখবেন না এমন না। কারণ গণতন্ত্রের কোনো নিজস্ব শক্তি নেই। গণতন্ত্র রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য মানুষকে নিয়ে চলে। গণতন্ত্র হল সমষ্টি, মানুষ তার প্রধান উপাদান। এবং অবশ্যই পরিচালক। গণতন্ত্রে নেতা - নেত্রীর সংখ্যা মুষ্ঠিমেয়। সাধারণের সংখ্যা বিপুল। গণতন্ত্রকে তাই অনেকে মুষ্ঠিমেয়র শাসন বলে থাকেন। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অধিকার ভোটাধিকারের মালিক হতে গেলে কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না বলে আবার অনেকে মুর্খের শাসন বলেও অভিহিত করেছেন। তারপরও গণতন্ত্রের চাহিদা কমেনি বরং বিশ্ব বাজারে উঠতির দিকে। কারণ গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। যদি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কথা ধরা হয় তাহলে বলতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতার শাসনে সাড়ে সাত দশক বাস করার পরেও মানুষের যোগ্যতার ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক বা বৈচারিক মেধা শক্তির সাহায্যে মগজাস্ত্রকে রাষ্ট্রের হাতিয়ার বানানোর দায় তো গণতন্ত্রের নয়। তা একান্তভাবে রাজনীতির। রাজনীতি সেই দায় পালন না করলে গণতন্ত্র দোষী হতে যাবে কেন?

একদা 'অতি বিপ্লবের সাধক'রাও নীতি রাজনীতির দুয়ার ভেঙে গণতন্ত্রের লালকুঠিতে বসে ক্ষমতার সাধনা করে চলেছেন। নগন্যের হিংসা বৃহত্তর সমাজে শান্তির আবহ তৈরি করতে পারে না, সময় বলেছে তাঁদের। বলেছে, গণতন্ত্রের উদার আকাশ। প্রাক্তন বিপ্লবীরা স্লোগান বিপ্লবের বিনোদন ত্যাগ করে গণতন্ত্রের অঙ্গনে শান্তির ধ্বজা তুলতে কৃত সংকল্প হয়েছেন। নীতির শূন্যে হুঙ্কার নয়, মানুষের কণ্ঠ হতে তাঁরাও মরিয়া। নগন্যের হুকুমনামা যে গণতন্ত্রের খোয়াবনামা হতে পারে না, তার উপলব্ধি গণতন্ত্রের পরিসরকে বিস্তৃত করে চলেছে, সন্দেহ নেই। কেননা, হিংসা ক্ষমতার উৎস হতে পারে না। হিংস্র মানুষ ক্ষমতার বাহক হতে পারে না। গণতন্ত্রে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা থাকলেও সার্বজনীন ভোটাধিকার, রাজনীতির মাথাকে নত করতে বাধ্য করে। বাধ্য করে মানুষের কাছে। প্রকৃতপক্ষে, গণতন্ত্রের শাসনই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শাসন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেখানে রক্তের হিংস্র বিনিময়ের প্রয়োজন পড়ে না। গণতন্ত্র কখনোই সংখ্যার অধিকারের কথা বলে না। বলে গণতন্ত্র বিধৌত সমস্ত অংশের কথা। গণতন্ত্র হল সহজ- সত্যে ভরপুর এক পরিষেবার নাম। যার মূল চাবিকাঠি জনতার হাতে। বস্তুত, অধিকার বোধ জাগরণ, অধিকার বিস্তারন অথবা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এমন সহজ উপায় আর আছে কি?

প্রসঙ্গত, গণতন্ত্র ক্ষমতার পীঠস্থান হতে পারে ধর্মস্থান নয়। গণতন্ত্রে পবিত্রতা আছে। তার নিজস্ব ধর্ম আছে। কিন্তু পূজা - নামাজের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই মানুষের মন্দির মসজিদ গীর্জার সঙ্গে। গণতন্ত্রে ধর্মের মূল কথা হল, মানুষের অধিকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল, গণতন্ত্র গরিষ্ঠের অবস্থানে বিরাজমান। লঘু তার কাছে পরাজিত, পরিত্যক্ত, বাতিল বলে পরিগণিত। অবশ্য ত্রুটি মার্জনায় গণতন্ত্র সমন্বয়ের কথা বলে। শাসকের সঙ্গে বিরোধীর। সংখ্যা গরিষ্ঠের সঙ্গে সংখ্যালঘুর। এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে পিছিয়ে পড়ার। গণতন্ত্রে অধিকার সবার জন্য সমান। এবং তা নির্ধারিত সার্বজনীন ভোটাধিকারে। হতে পারে সমাজের এগিয়ে যাওয়া মানুষেরা গণতন্ত্রের অনেকটা সুখ ভোগ করার সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকারের প্রশ্নে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ সজাগ। রাষ্ট্র নির্মাণে গণতন্ত্রের ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে সাম্য বন্টনেও গণতন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আসলে, মানুষ যেদিন থেকে দলবদ্ধভাবে বাস করতে শিখেছে, সেদিন থেকেই এসে গেছে সংখ্যার গুরুত্ব। সংখ্যার সঙ্গেই এসেছে অধিকার। অধিকার গণতন্ত্রের পথকে করেছে প্রশস্ত। গণতন্ত্র তার আপন সেবার ভার দিয়েছে রাজনীতিকে। রাজনীতি নিয়ে এসেছে সার্বজনীন ভোটাধিকার। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তির উৎস। মানুষের শক্তির আধার। রাজনৈতিক সচেতনতা ব্যক্তির ভোট মূল্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে। সরকারের কাজ কর্মের ওপর বোঝা যায় সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটার মানসিকতায় কতখানি শিক্ষিত। সমাজে কোন শ্রেণির প্রভাব আছে। কারণ সমাজের প্রভাবশালী অংশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ। কারণ রুটি রুজির জন্য দূর্বল অংশের মানুষদের প্রভাবশালী অংশের ওপর নির্ভর করতে হয়। তার ধমক অনেকটা এসেই যায় ভোটের বাক্সে। প্রকৃতপক্ষে, গণতন্ত্রের আলো যেখানে পৌঁছায় না; ভোটের অধিকারও সেখানে তার মূল্য বোঝে না। ভোট চলে যায় ক্ষিদের টানে। স্বাভাবিক ভাবে, গণতন্ত্রে সার্বজনীন ভোটাধিকারের সুফল গণতন্ত্রের ঘরে জমা পড়ে না। প্রভাবিত হয়ে যায় অভাবের সংসার। গরিব ভারতে অধিকারের মুষ্ঠি জমাট বাঁধে না। জমাট বাঁধে না গণতন্ত্র।

তথাপি, ভারতীয় গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দেশের বহুত্ববাদী সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাজনীতিকে করেছে রাজনৈতিক বহুত্ববাদে উদ্বুদ্ধ। অধিকারের প্রশ্নে ভারতের সংবিধান যে মর্যাদা দান করেছে তা প্রতিটি নাগরিককে মানবতাবাদী হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সংবিধানের সত্য বিধান অধিকারের মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছে জন - মানব মণ্ডলীকে। সেখানে কোনো সংখ্যার হিসাব নেই।

আছে আপামর জনসাধারণের অবাধ অধিকারের হিসাব। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই বিশেষত্ব ভারতবাসীর গর্ব। সংখ্যার ভেদাভেদ সেখানে নেই। বৃহত্তর সমাজ - সংগঠনে এই সংস্কৃতি ভারতবর্ষকে মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

রাজনীতির ক্ষমতা নেই তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলার। কারণ সার্বজনীন ভোটাধিকার রাজনীতিকে সংখ্যার নিরিখে লঘু করে তুলেছে। রাজনীতি কি ভারতীয় গণতন্ত্রের এই সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করতে পারবে? *আগামীকাল সমাপ্ত..*

রাজনীতি সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। সংখ্যা শক্তির মুখাপেক্ষি। এই শক্তির প্রদর্শনে গণতন্ত্রের পতাকা ভূ-লুণ্ঠিত হলেও রাজনীতি সাংবিধানিক মান্যতা খুঁজে বেড়ায়। জনপ্রতিনিধিদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিলাসবহুল অস্থায়ী কয়েদখানায়। আবার সংখ্যা বাঁচাতেও এমন ব্যবস্থাপনা করতে হয়। রাজনীতির এই সংখ্যার ধকলে গণতন্ত্রের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

মোদি-ঝড় রুখতে হলে...

শশী থারুর

জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ভারত বছরটি শুরু করছে। নির্বাচনী লড়াইয়ের চিহ্নরেখা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

লড়াইয়ের একদিকে আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), অন্যদিকে আছে বেশ কয়েকটি বিরোধী দল।

এই বিরোধী দলগুলোর বেশির ভাগই গুচ্ছবদ্ধভাবে কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে আছে। একই সঙ্গে সব বিরোধী দল মিলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে এই জোটের সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্ডিয়া') নামের একটি জোট গড়েছে।

টানা এক দশক ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপির নীতিসংক্রান্ত ভাষ্য বা বয়ানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির স্লোগান ছিল, 'আচ্ছে দিন আনে ওয়ালে হ্যায়' (সুদিন আসছে)।

২০০১ সাল থেকে গুজরাটের সফল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠা নরেন্দ্র মোদিকে ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবতার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।

২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপির বয়ান ছিল, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদি ভারতীয় অর্থনীতির খোলনলচে বদলে দেবেন এবং ফি বছর দুই কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সবার জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবেন।

কিন্তু সবার জন্য সমৃদ্ধি আনা তো দূরের কথা, তিনি প্রথম মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর ব্যাংক নোট (এক হাজার রুপির নোট) বাতিলের এমন একটি বিপর্যয়কর ঘোষণা দেন, যার ফলে রাতারাতি ৮৬ শতাংশ ভারতীয় মুদ্রা অচল হয়ে যায়।

নোট বাতিলের অভিঘাতে জনদুর্ভোগ নেমে আসে ও ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দেয়। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বয়ান মার খেয়ে যায়। এ কারণে ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির নতুন একটি বয়ানের দরকার পড়ে।

২০১৯ সালে জাতীয় নির্বাচনের মাস দুই আগে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসীদের হামলায় ৪০ ভারতীয় জওয়ান নিহত হন। ওই ঘটনার পর বিজেপি তাঁর নতুন ন্যারেটিভ বা বয়ান বা ভাষ্য পেয়ে যায়।

নতুন ভাষ্য প্রতিষ্ঠায় বিজেপি জাতীয় নির্বাচনকে 'জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের গণভোট' হিসেবে দেখানোর চেষ্টায় নেমে পড়ে। গুজরাট ইনকরপোরেশনের সিইও হিসেবে মোদি অনেক আগেই পরিচিতি পেয়েছিলেন। এবার তাঁকে ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালা এমন এক পালোয়ান হিসেবে দেখানো হতে থাকল, যিনি পাকিস্তানের হামলা থেকে ভারতকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম।

এরপর পাকিস্তানের সীমানায় একটি কথিত জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি বহুল আলোচিত ভারতীয় বিমান হামলা মোদির নতুন পালোয়ানধর্মী ভাবমূর্তি দাঁড় করিয়ে দেয়। 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' নামের এই ভারতীয় হামলা ভোটারদের মোদির প্রতি ঝোঁক বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু যে বয়ানের জোরে মোদি দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, দ্বিতীয় মেয়াদকালে তিনি তাঁর সেই ভাবমূর্তিও ধরে রাখতে ব্যর্থ হন।

মোদি দিনের পর দিন একধরনের অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজের যে লৌহকঠিন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, তা হয়তো অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের মনে ভয় ধরাতে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা

চীনকে ঘাবড়ে দিতে পারেনি।

আমরা দেখেছি, চীনের সেনাবাহিনী ভারতের হিমালয় অঞ্চলের সীমান্তে একটু একটু করে ঢুকে একটু একটু করে দখল করে যাচ্ছে।

ওই অঞ্চলে অন্তত ৪৫ বছরের মধ্যে প্রথম ভয়াবহ সংঘর্ষে ২০ ভারতীয় জওয়ানের নিহত হওয়ার ঘটনা মোদির আমলেই ঘটেছে।

সীমান্তের ৬৫টি পয়েন্টে ইতিপূর্বে চীন ও ভারত উভয়ের টহল দেওয়ার সুযোগ ছিল। এর মধ্যে ২৬টি পয়েন্টে ভারতের সীমান্তরক্ষীদের চীন এখন আর ঢুকতে দিচ্ছে না। যেসব জায়গা চীনের বাহিনী দখল করেছে, মোদি তা পুনরুদ্ধার করে সেখানে স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সুতরাং ২০১৯ সালে মোদি জাতীয় নিরাপত্তার যে বয়ান দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটিও এখন গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। ফলে ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্য বিজেপিকে নতুন একটি বয়ান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে হচ্ছে। তার জন্য তারা এখন মোদিকে 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে বিজেপি এখন তার মৌলিক নীতির দিকেই ফিরে যাচ্ছে।

বিজেপি প্রথম থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে পরিচিত এবং মোদি নিজে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে একটি কুখ্যাত মুসলিম নিধনকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

ওই ঘটনায় গুজরাটে প্রায় দুই হাজার লোক নিহত হয়েছিলেন, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। ওই দুষ্কর্মের দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য বিজেপি ২০১৪ সালে মোদিকে অর্থনৈতিক নায়ক হিসেবে তুলে ধরছিল।

এক দশকের শাসনকালে মোদি ক্রমবর্ধমানভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ) আধিপত্য জোরদার করেছেন। স্বাধীনতা লাভের ছয় দশকের বেশি সময় ধরে নানা ধর্ম-বর্ণের সহাবস্থান ধরে রাখা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে উড়িয়ে দিতে মোদির সরকার একের পর এক উদ্যোগ নিয়েছে।

এখন বিজেপি একজন 'সত্যিকারের হিন্দু' এবং 'জনগণের' প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে মোদিকে চিত্রায়িত করার চেষ্টাকে দ্বিগুণ করছে।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রামমন্দির ২২ জানুয়ারি মোদি যখন উদ্বোধন করবেন, তখন বিজেপির সেই প্রয়াসটি চূড়ান্ত রূপ পাবে।

রামমন্দির স্থাপন বিজেপির দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং তারা সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। ফলে রামমন্দিরের উদ্বোধন ভারতজুড়ে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় বিজেপির ভক্তসংখ্যা বাড়াবে। এটি বিজেপির হিন্দুত্ববাদকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে। এ ছাড়া আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে প্রথম হিন্দুমন্দির উদ্বোধন করতে যাবেন মোদি। এটিও মোদির হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তিকে শক্তিশালী করবে। এর পরপরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হতে পারে।

এর মাধ্যমে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হবে, বিজেপি একজন হিন্দু বীরের জন্য তৃতীয় মেয়াদে জনগণের সমর্থন চাইছে।

এ অবস্থায় মোদির ধর্মভিত্তিক দৌড়ে ইন্ডিয়া জোটের শামিল হওয়া উচিত হবে না। বিজেপি যে হিন্দুত্ববাদের সমরাস্ত্রের সজ্জায় সজ্জিত, তার সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার যুক্তি দাঁড়াতে পারবে না।

এ কারণে ইন্ডিয়া জোটের উচিত ১৯৯২ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে শিক্ষা নেওয়া। সে সময় বিল ক্লিনটনের প্রচারশিবির থেকে বারবার আমেরিকানদের গত সরকারের (জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের সরকার) নাজুক অর্থনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

ইন্ডিয়া জোটকে যে প্রশ্নগুলো সামনে আনতে হবে, সেগুলো হলো, 'আচ্ছে দিন' এর কী হলো? ফি বছর দুই কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির কী হলো? ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কী হল?

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

প্রথম নজর

ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় বাংলা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের প্রতিবাদ 'বাংলা পক্ষ'র

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা বিডিও এবং এসডিও সহ একাধিক পদে আসীন হয়ে বাংলার মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়।সেই পরীক্ষায় ৩০০ নং বাংলা বাধ্যতামূলক পরীক্ষার গেজেট পাশ হলেও সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছে রাজ্য সরকার।সেই পরীক্ষায় স্থান পেয়েছে উর্দু ও হিন্দি!এই দুঃখ জনক বিষয় কে কেন্দ্র করে শনিবার বাংলা পক্ষ সংগঠনের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতা প্রেস ক্লাবে করল। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন এই রাজ্যের ৮৬% মানুষ বাঙালি। বাংলা ভাষায় পরিষেবা পাওয়া প্রতিটা বাঙালির অধিকার৷ তাই বাংলা পক্ষ দীর্ঘ ৫ বছর ধরে সেই লড়াই চালিয়েছে ।সেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাংলা ভাষার পেপার বাধ্যতামূলক করেও সেটা বাতিল করা মানে বাংলার মানুষের সঙ্গে গদ্দারি করা হল বলে তিনি জানান। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সংশ্লিষ্ট সংগঠনটি বৃহত্তরে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। তিনি আর বলেন এই বিষয়ে সরকার তাদের দাবি মেনে ২০২৩ সালের ১৫ ই মার্চ গেজেট নোটিফিকেশন বের করে সরকার জানিয়েছিল। বাংলার বঞ্চিত হওয়া বাঙালি সহ ভূমিপুত্র দের চাকরি প্রার্থীরা যে বঞ্চিত হলো সেটাই বললেন গর্গ। তিনি বলেন প্রত্যেকটি রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষা বাধ্যতামূলক হলেও বাংলা ব্রাত কেন? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বাংলায় হিন্দি-উর্দু অপশন কেন থাকবে? কার স্বার্থে? বাংলার প্রতি এই বিদ্বেষ নিয়ে মুখ খুলেছেন বুদ্ধি জীবী মহল। কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলেছেন বাঙালি ভূমিপুত্ররা কি বিডিও অফিসে গিয়ে হিন্দি/উর্দু বলবে? বাংলার জনসংখ্যার মাত্র ২% হল উর্দু ভাষী৷ বাংলায় ৯৫% মুসলমান জাতিতে বাঙালি।তাহলে কেন এই বঞ্চনা কেন এটা বাঙালি মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। বাঙালি মুসলমানরা গ্রামে থাকে, এটাই কি বাঙালি মুসলমানের পাপ? "বাংলা নিজের মেয়েকে চায়" এবং "জয় বাংলা" স্লোগান দিয়ে বাঙালি আবেগ কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালে ভোট বৈতরণী পার করেছিল তৃণমূল। কিন্তু এখন কেন বাঙালিকে বঞ্চনা? কেন হিন্দি-উর্দু তোষণ? উর্দু ভাষী ও হিন্দি ভাষীরা শহরাঞ্চলে থাকে বলে তাদের এত প্রাধান্য? বাংলায় বাঙালির ভোট কিন্তু ৮৬%. বহিরাগতরা মাত্র ১০%।সংগঠনের সাফ কথা ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় হিন্দি-উর্দু ঢোকানো চলবে না। বাংলা বাধ্যতামূলক চাই। অতএব এটা দলমত- ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটা বাঙালির লড়াই। এই লড়াই বাংলা ও বাঙালি জিতবেই।

নিলাম না করে লক্ষ লক্ষ টাকার গাছ চুরি, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নিলাম না করেই প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকার গাছ চুরি , কাঠগড়ায় বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লাউগ্রাম পঞ্চায়েত । প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকার শিরিষ , সোনাঝুরি ও ইউক্যালিপটাস গাছ হাবিস । কাঠগড়ায় বাঁকুড়ার কোতুলপুরের লাউগ্রাম পঞ্চায়েত। সরকারি নিয়ম না মেনে নিলাম না করেই কিভাবে গাছ কাটলো পঞ্চায়েত তা নিয়ে শোরগোল পড়লো বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লাউগ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটপাগলা ও ডিঙ্গাল সহ একাধিক এলাকায় । প্রায় ১২-১৫ বছর আগে বাম আমলে পঞ্চায়েত থেকে লাগানো হয়েছিলো কংসাবতী ক্যানেলের পার বরাবর এই গাছগুলি। স্থানীয় ব্যক্তিদের অভিযোগ , কোন রকম পারমিশন ছাড়াই কিভাবে এত পুরনো গাছ কাটতে পারে , অভিযোগের তীর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে । লাউগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুকুমার সাঁতরা নিজের মুখে স্বীকার করে বলেন , নিলাম না করেই গাছ চুরি হয়েছে । গাছ চুরির সময় তারা কিছু জানতেনেই না । বিডিও বলার পর জানতে পারি । লাউগ্রাম পঞ্চায়েতের ডিঙ্গাল ও ছোট পাগলা ইত্যাদি এলাকায় কোনরকম নিলামি না করেই বিজেপির ছেলেরা গাছ চুরি করেছে এমনটাই তিনি দাবি করেন । বিজেপির দাবি , পঞ্চায়েতের ফান্ডে টাকা জমা না করে নিজেদের ফান্ডে টাকা জমা করছে তৃণমূল । যে কারণে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল দিনের পর দিন কমে চলেছে । বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু ব্যানার্জি জানান , তৃণমূল দল শৃংখলা পরায়ন দল আমাদের দলের কেউ এই ধরনের কাজে লিপ্ত হবে না । আমাদের দল এই ধরনের কাজ বরদাস্ত করবে না , তবে প্রশাসন রয়েছে যদি কিছু হয় তার ব্যবস্থা প্রশাসন করবে ।

ঘরে অভাব, তবু ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের সেরা এহেসান

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বাবা পাট শ্রমিক। পরিবারে নিত্য অভাব। আর্থিক প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হলেন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মহম্মদ এহেসান। ছেলের এই সাফল্যে খুশি বাবা-মা থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষ। জানা গিয়েছে, এহেসান এর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রামে।কালিয়াচক এলাকার এক বেসরকারি মিশনে সদ্য অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত সারা রাজ্য জুড়ে আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ নামে এক মেধা পরিক্ষা হয়।এতে রাজ্যের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।২৫ ডিসেম্বর সেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়।মহম্মদ এহেসান সপ্তম শ্রেণী থেকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করে।আর এই খবর চাউর হতেই এহসানের বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে ছুটে আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা।শনিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক জিয়াউর রহমান চৌধুরী তার বাড়িতে ছুটে যান।মিষ্টিমুখ করিয়ে এহসানের হাতে তুলে দেন বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী।এবং সে যেন ভবিষ্যতে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য সরকারের কাছে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করবেন বলে জানান।আরো জানা গিয়েছে,এহেসানের বাবা রবিউল ইসলাম একজন সাধারণ দিনমজুর।পাটের গোডাউনে দড়ি পাকানোর কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালান।তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে।বাস্তুভিটা ছাড়া এক ছটাক জমি নেই।একটি মাত্র ভাঙাচোরা মাটির ঘরে কোনোরকমে দিন গুজরান করেন। এই সামান্য ইনকামে ছেলের পাড়াশোনার খরচের পাশাপাশি সংসারের খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে।তাই তিনি সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরএসএস ১৯৯৮ সালে তৃণমূল তৈরি করে: বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কংগ্রেস মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আর.এস.এস ১৯৯৮ সালে তৃণমূল তৈরী করে', একই সঙ্গে 'ধাইমা'র ভূমিকাও পালন করে ওই সংগঠনটি। দাবি বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর। শনিবার বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে দলের সাত বারের সাংসদ প্রয়াত বাসুদেব আচারিয়ার স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। নিজের বক্তব্যের যুক্তির সমর্থণে তিনি এদিন আরো বলেন, আজ পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রী সহ ওই দলের কেউ আর.এস. এসের বিরুদ্ধে কথা বলেনা। একই সঙ্গে এদিন তিনি এরাজ্যের শাসক তৃণমূলকে 'নীতি ও আদর্শহীন' বলেও দাবি করেন। বিমান বসু এদিন আরো বলেন, একজন কমিউনিষ্ট সব সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকবেন। কারণ কমিউনিষ্টরা সমাজ পরিবর্তনের কারীগর। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আকাশ থেকে পড়েনা। একজন মানুষের কাজই প্রমাণ করবে তিনি মার্কসবাদী চিন্তাধারার কিনা। এদিন সিপিআইএম বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে দলের প্রয়াত সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিমান বসু। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিয় পাত্র, দেবলীনা হেমব্রম, রাজ্য কমিটির সদস্য অভয় মুখার্জী, জেলা সম্পাদক অজিত পতি সহ অন্যান্যরা।

৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৯দিন ধরে বন্ধ শিশুদের খাবার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: ছটি অঙ্গনওয়াদি কেন্দ্রে প্রায় নয়দিন মিলছে না খাবার। অভিযোগ শিশুদের পরিবারের। স্থানীয় বিডিওকে গত বুধবার জানানো হলেও তিনিও পরিদর্শনে আসেননি বলে দাবি বিরোধীদের।কোলাঘাট ব্লকের সিদ্দা দুই অঞ্চলের ছটি আইসিডিএস কেন্দ্রে গত ন'দিন ধরে বাচ্চাদের খাবার বন্ধ।কোনো কেন্দ্রে আট দিন ধরে আবার ,কোনটায় ছ'দিন ধরে বাচ্চা ও প্রসূতিদের খাবার বন্ধ,সিদ্ধা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটামনি, গোপালনগর, দেহাটিতে দুটো, ধুলিয়ারা, গুরচাকলি মোট এই ৬ টি আইসিডিএস সেন্টারের বাচ্চাদের খাওয়ার বন্ধ রয়েছে ।এই মুহূর্তে ৬ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রায় ২০০ বাচ্চা পড়াশোনা করছে।খাবার বন্ধের একটাই কারণ চাল নেই। অপরদিকে আইসিডিএস এর শিক্ষক ও গর হাজির, স্থানীয়দের কাছে খোঁজ মিললো তিনি অন্য জেলায় রয়েছেন। তিনি আসলেও পড়ান না ঠিক মতো। আবার এখন খাবার মিলছেনা। অভিভাবকরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তার একটাই বক্তব্য সরকার থেকে চাল আসেনি, অভিভাবকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন তিনি। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্দ এলাকাবাসী।বিজেপির কোলাঘাট ব্লকের বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, খাবার অমিল এর কথা তিনি বিডিও কে জানিয়েছেন। চিঠিও দিয়েছেন । কিন্তু বিডিও আশ্বাস দেওয়ার পরেও পরিদর্শনে আসেন নি। অঙ্গনওয়ারী তৈরির মূল উদ্দেশ ছিল যাতে প্রসূতি ও শিশুরা সুসম খাবার পায়। যেখানে খাবারই অমিল, সেখানে সুসম আহার এর খোঁজ বিলাসিতা ভাবছেন গ্রামবাসীরা। অপরদিকে কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঘটনাটি জানার পর তড়িঘড়ি স্থানীয় অঞ্চল প্রদান কে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন।

পথ সচেতনতা প্রচারে খুদে পড়ুয়ারা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: শনিবার নদিয়ার মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীরা পথ সচেতনতামূলক কর্মসূচির এক অভিনব প্রচারে নামল মায়াপুরের রাস্তায়। এদিন তারা হেলমেট বিহীন মোটরসাইকেল আরোহীদের গোলাপ ফুল দিয়ে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন করে তোলে। হেলমেট বিহীন আরোহীদের তারা বলে হেলমেট পরিধান করা শুধুমাত্র পুলিশের আইন বাঁচানোর জন্য নয়, নিজের সুরক্ষার পাশাপাশি পরিবারের সুরক্ষার কথাও তারা মনে করিয়ে দেয়। পূর্ব মোল্লাপাড়া বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিরন সেখ বলেন, দিনদিন রাস্তায় দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিশুদের পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ ও সচেতন করে তোলা খুবই প্রয়োজন। আগামী দিনে এই ধরনের কর্মসূচিতে আমাদের বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীরা আরো বেশি বেশি করে অংশগ্রহণ করবে। মায়াপুর পুলিশ আউটপোস্টের অফিসার ইনচার্জ পঙ্কজ বৈরাগী মহাশয় বলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিশুরা পথ চলতি মানুষদের কাছে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ এর গুরুত্ব তুলে ধরছে ও সচেতন করে তুলছে। এটা সমাজের মানুষের কাছে ভালো বার্তা বহন করবে।

পুণ্য স্নানের আগেই ৪৫ লক্ষ তীর্থযাত্রীর স্নান

নকিব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: মকর সংক্রান্তির পূন্য স্নানের আগে গঙ্গাসাগরের পূণ্য ভূমিতে শনিবার দুপুর পর্যন্ত ৪৫ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য স্নান সেরেছেন। রবিবার রাত ১২ টা ১৩ মিনিট থেকে পুণ্য স্নানের সময়সূচী স্নান চলবে সোমবার রাত ১২ টা ১৩ মিনিট পর্যন্ত। শনিবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানানো হয়। পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলা কে পুণ্যার্থীদের কাছে সহজ ও সুগম করে তুলতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। মুড়ি গঙ্গা নদীতে পুণ্যার্থীদের পারাপারের জন্য ২২ টি জেটি ব্যবহার করা হচ্ছে এর পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের চলাচলের জন্য ২৫০০ বাস ৬ টি বার্জ ৩৮ টি ভেসেল ও ১০০ টি লঞ্চের ব্যবস্থা রয়েছে। ঘন কুয়াশার কারণে নিরাপদে পারাপারের জন্য কুয়াশাভেদী আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অত্যাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ওকে টিম উপগ্রহের সাহায্যে অত্যন্ত প্রয়োজন গঙ্গাসাগর মেলাতে বাস লঞ্চ সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দের জন্য অধিক সংখ্যায় উন্নততর যাত্রী নিবাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মেলার সুরক্ষার স্বার্থে ১৪ হাজারের বেশি পুলিশ, ৪৩ টি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে ১৮ টি এন্টিক্রাইম পেট্রোলিং টিম ও ১৮ টি ফুট পেট্রোলিং টিম সহ একাধিক টিম কাজ করছে মেলা গ্রাউন্ডে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে করা হয়েছে ৫৪৮ টি ড্রপ গেট। ২৪০০ জন সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের জল প্রহরী পুণ্যার্থী দের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের গঙ্গাসাগর মেলাতে রেকর্ড পরিমাণে পূর্ণার্থীর সমাগম হতে পারে এমনটাই অনুমান করছে জেলা প্রশাসন। মেলাতে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে শনিবার পর্যন্ত ১৮০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর পাশাপাশি গত দু'দিনে মোট ৫ জন পুণ্যার্থীর বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কারনে এয়ার লিফটে করে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা নজরদারিতে রয়েছেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী।মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছেন মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সুজিত বোস, ইন্দ্রনীল সেন ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

উলুবেড়িয়া প্রেস ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শনিবার উলুবেড়িয়া প্রেস ক্লাবের ৮'তম বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হল উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবনে। প্রেস ক্লাবের অষ্টম তম বর্ষের "আপোষহীন"পত্রিকার উদ্বোধনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামস্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলাশাসক ডা.দীপাপ প্রিয়া পি, বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজি, সুকান্ত পাল, মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল, এসডিপিও সিদ্ধার্থ ধোপোলা,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক,উলুবেড়িয়া থানার আইসি রামেশ্বর ওঝা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ।

বালিচক উড়ালপুলের কাজ পরিদর্শনে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন: বালিচক উড়াল পুলের কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করলেন ডেবরার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ড. হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার বালিচক রেল ক্রসিং এ নবনির্মিত উড়ালপুলের কাজ পরিদর্শন করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বালিচক উড়াল পুলের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি ওঠে জেলাবাসীর পক্ষ থেকে। উড়াল পুলের কাজ ধীর গতিতে চলায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। বর্তমানে সার্ভিস রোড বন্ধ থাকায় অনেকটা ঘুর পথে যাতায়াত করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের । ফলে নিত্যযাত্রীরা প্রতিদিন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। উড়ালপুলের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে খড়গপুর ডিআরএম অফিস, জেলা শাসকের দপ্তর, ডেবরা বি ডি ও অফিসে ডেপুটেশন ও স্বারকলিপি প্রদান করা হলেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। উড়ালপুল নির্মাণে টালবাহানার অভিযোগ ওঠে নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এর আগেও তৎকালীন এসডিও আজমল হোসেন, বি ডি ও সিঞ্জিনী সেনগুপ্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা পরিদর্শনে যান এবং দ্রুত উড়ালপুল এর কাজ শেষ করার অনুরোধ জানান। পশ্চিম মেদিনীপুরের ব্যস্ততম রাস্তা ডেবরা - পটাশপুর রাজ্য সড়ক। বালিচক স্টেশনের অনতিদূরে জনবহুল এলাকায় ওই সড়কের উপর রয়েছে রেলগেট । উড়ালপুল না থাকায় প্রতিনিয়ত যানজট সমস্যায় পড়তে হয় পথচলতি মানুষকে। সাধারণ মানুষের সমস্যা দূর করতে দীর্ঘদিন ধরে বালিচক উড়ালপুলের দাবি তুলে আসছিলেন বালিচক স্টেশন উন্নয়ন কমিটি এবং ডেবরা বালিচক তথা জেলাবাসী । বালিচক স্টেশন উন্নয়ন কমিটি রেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বালিচক উড়ালপুল নির্মাণের প্রস্তাব দেন। অবশেষে ২০১১ রেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার বালিচক উড়ালপুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১২ সালে মুকুল রায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন উড়ালপুল নির্মাণের অনুমোদন পায়। ওই বছরই মুখ্যমন্ত্রী ডেবরায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসে বালিচক উড়ালপুলের শিলান্যাস করেন। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ঠিক হয়, ই. পি. সি প্রক্রিয়ায় ৭৩০ দিনে উড়ালপুল নির্মাণের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে । ২০২১ সালের মার্চ মাসে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখনও কাজ সম্পন্ন হয়নি।

গৃহশিক্ষক সমিতির সম্মেলন বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর টাউন লাইব্রেরীতে বীরভূম জেলা গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির চতুর্থ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । এই জেলা সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন ব্লকের কয়েকশো গৃহশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন এদিন পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির রাজ্য সভাপতি, রাজ্য সম্পাদক, জেলা সভাপতি এবং জেলা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় ফাইজুল হক (কাজল সেখ) এবং বোলপুর পৌরসভার পৌরমাতা পর্ণা ঘোষ।প্রথমেই সকাল ১১ টায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয় । শিক্ষক সাফি খান বলেন, পর্ষদ সভাপতি কাছে যে ডেপুটেশন দেওয়া হয় সে ব্যাপারটা ও তিনি উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন কিভাবে হাইকোর্টের রায়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিয়ে কিছু অসাধু স্কুল শিক্ষক বেআইনিভাবে প্রাইভেট টিউশন করে যাচ্ছেন। কাজল সেখ তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানান যে ইতিমধ্যেই তারা কিন্তু জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে স্কুল শিক্ষকদের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আগামী দিনে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান। সবশেষে এক টাকার শিক্ষক পদ্মশ্রী সুজিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তিনি বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মুর্শিদাবাদে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যা জাতীয় যুব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। যুব দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো লালবাগ নেতাজি আবাসে। শুক্রবার প্রায় ১১২ জন মানুষ রক্তদান করেন এই শিবিরে। দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার ডেভিড, উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তথা রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর সহ শহর ও জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বরা।

সর্বধর্ম সমন্বয় সভা লালবাগে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালবাগ সুভাষ চন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজের এনএসএস ইউনিট এর উদ্যোগে শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস তথা যুব দিবস উপলক্ষে সর্বধর্ম সমন্বয়মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর আদর্শ মতো সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে গাছ কাটার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বনদপ্তর এর অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটার কথা স্বীকার করলেন পঞ্চায়েত প্রধান ।এলাকার মানুষ এবং বিজেপি কর্মীরা বাধা দেয়।ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেবখালি পঞ্চায়েতের রায়পাড়া এলাকার ঘটনা। এলাকার মানুষ বাধা দিলে যারা গাছ কাটছিল তারা পঞ্চায়েতের প্যাডে লেখা একটি অনুমতিপত্র দেখায় । অনুমতি পত্রে পিডব্লুডি রাস্তার উল্লেখ আছে কিন্তু প্রধান জানান ওটা পি ডব্লিউ ডি রাস্তা নয় । এছাড়াও যে এলাকার গাছ কাটা হয় সেই এলাকার সিপিএমের পঞ্চায়েত মেম্বার কিছুই জানেন না। সাহেব খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-আশুতোষ কামিলা জানান,মিটিং করে তার রেজুলেশন করা হয়েছে । পঞ্চায়েতে যতজন মেম্বার তার অধিকাংশ মেম্বারই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল । কিন্তু ওই মিটিংয়ে রায়পাড়া এলাকার সিপিএম এর মেম্বার উপস্থিত ছিল না , তাই তিনি জানেন না । রাস্তা সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েতের রেজুলেশন মেনে গাছ গুলো কাটা হয়েছে। কিন্তু বনদপ্তরের কাছ থেকে কোন রকম অনুমতি নেওয়া হয়নি সেটা তিনি স্বীকার করে নেন।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: বিস্মৃত এক দেশনায়ক: মাওলানা আজাদ
- অণুগল্প: ইট ভাটা
- নিবন্ধ: জেলখানার কবি নাজিম হিকমত
- ছড়া-ছড়ি: সেকাল একাল!

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

১২

জুমলার পর জুমলার পর জুমলা

এই দেশের বুকে বিপুল ও নিয়ন্ত্রণহীন নির্বাচনী তহবিল সিস্টেমের নেপথ্যে বিতর্কিত ইলেক্টরাল বণ্ড স্কিম জুড়ে রয়েছে। ২০১৯-২০এর নির্বাচনী বছরে এই বণ্ড থেকে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি পেয়েছিল মোট ৩২৪৯ কোটি টাকা ; যার মধ্যে বিজেপির ছিল ২৬০৬ কোটি টাকা, যেটা মোট টাকার ৭৫%। এই পরিসংখ্যান পুঁজির বিপুল বৈষম্যকে তুলে ধরে। তার চেয়েও সমস্যাজনক বিষয় হল, এই ইলেক্টরাল বণ্ডের টাকা কার কাছ থেকে আসছে তা নিয়ে অস্বচ্ছতা। সেই তথ্য ও পুঁজি অধিগত করার ক্ষমতা থাকবে একমাত্র ক্ষমতাসীন দলের কাছে। এর থেকেই স্বাভাবিকভাবেই বিপুল স্বজনপোষণজনিত 'ক্রায়োনিজম' এর সম্ভাবনা থেকে যায় এবং সন্দেহের আওতায় ঢুকে পড়ে যথাসম্ভব ত্রুটি ছাড়াই গোপন চুক্তির চিন্তাও।

সুতরাং মোদির দুর্নীতি-বিরোধী স্লোগানকে এখন আরও বেশি করে রাজনৈতিক ভাষ্য ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। খুঁটিয়ে দেখলে এই ভাষ্যের আসলে কোন অর্থই নেই। যদি থাকেই তাহলে সর্বাগ্রে কেন বিজেপিশাসিত কর্নাটক ও গোয়ায় এই দুর্নীতি বিরোধিতা দমন করা হচ্ছে না প্রশাসনিক স্তরে ?

সম্প্রতি মোদি যে দুর্নীতি দমনে ইডি ও সি বি আইকে লাগিয়েছেন তা আসলে বিরোধীদের জব্দ করার জন্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুটি এজেন্সি অ-বিজেপি রাজ্যগুলিতেই দাপাদাপি করছে। দুর্নীতিগ্রস্ত যে সব বিরোধী নেতারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এজেন্সি নীরব থাকছেন। এখানেই 'ওয়াশিংমেশিন'এর কথা উঠছে।

নরেন্দ্র মোদি ঘুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরই অধীনে থাকা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন জানাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী ও অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে। তাঁদের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে যে ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী ও অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মোট অভিযোগ জমা পড়ে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২০৩টি। সব অভিযোগের তদন্ত করে ইঠতে পারে নি সরকার।

মজার কথা হল মোট অভিযোগের ৪৬ হাজার ৬৪৩টি দায়ের করা হয় অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মী ও অফিসারদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় স্থানে রেল এবং তৃতীয় স্থানে ব্যাঙ্ক। এবার আসছে সি এ জি রিপোর্ট। যে মোট ৮টি ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেগুলি হল :

ক] দিল্লির দ্বারকা থেকে গুরুগ্রামের মধ্যে দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১৮ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছিল। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে খরচ হয়েছে কিলোমিটার পিছু ২৫০ কোটি টাকা।

খ] ভারতমালা প্রকল্পে বরাত দেওয়ার প্রক্রিয়াতে অনিয়ম আছে।

গ] জাতীয় সড়কে টোল আদায়ের নিয়ম ভেঙে যাত্রীদের কাছ থেকে ১৫৪ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

ঘ] আয়ুষ্মান ভারত -প্রধানমন্ত্রী জন-আরোগ্য প্রকল্পে একটি মোবাইল নম্বরের সঙ্গে সাড়ে সাত লক্ষ মানুষের নাম যুক্ত করা হয়েছে। মৃতদের নামেও স্বাস্থ্যবিমায় চিকিৎসার অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।

ঙ] কেন্দ্রীয় সরকারের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যা উন্নয়ন প্রকল্পে ঠিকাদারদের প্রায় ২০ কোটি টাকার সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

চ] গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক তার পেনশন প্রকল্প থেকে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা অন্য প্রকল্পের প্রচারে খরচ করেছে।

ছ] রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হ্যাল-এ বিমানের ইঞ্জিনে নকশা, উৎপাদনে খামতির জন্য ১৫৯ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে।

আছে রাফাল দুর্নীতির কথা। ৩৬টি রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার খরচ ৪২ হাজার কোটি টাকা। এক ফরাসি সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে ভারতীয় অস্ত্রব্যবসায়ী সুষেণ গুপ্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের রিপোর্ট চেয়েছেন ফরাসি ম্যাজিস্ট্রেট। ভারত রাফালের বরাত পাওয়ার জন্য এই সুষেণ গুপ্তকেই যুদ্ধ বিমানের প্রস্তুতকারক সংস্থা দাসো অ্যাভিয়েশন বিপুল অর্থ দিয়েছে বলে অভিযোগ ফরাসি তদন্তকারীদের। পাশাপাশি রাফাল কেনার চুক্তিতে দাসো অ্যাভিয়েশনের অংশীদার অনিল আম্বানির ফ্রান্সে পাওয়া কর ছাড় নিয়েও নতুন তথ্য পাওয়া গেছে।

আছে নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিক্রম কোঠারির চু কিত কিত খেলা। এঁরা পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা লোপাট করে কি ভাবে পালিয়ে গেলেন বিদেশে, কি ভাবে তাঁদের ধরিলে তো ধরা যায় না, সে এক অপার রহস্য।

কর্নাটকের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জমি ও খনি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে দেখা গেছে বিজেপি নেতা, বিচারক, অ্যাডভোকেটদের প্রচুর ঘুষ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত হয়েছে। কিন্তু ইয়েদুরাপ্পা আছেন বহাল তবিয়তে। উত্তরাখণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে রমেশ পোখরিয়াল নিশংক জমি ও হাইড্রোইলেকট্রিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনিও বহাল তবিয়তে আছেন। কর্নাটকের বেলেরির রেড্ডি ভাইএরা ১৬ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁদের গায়ে আঁচড় পড়ে না। হিমন্তবিশ্ব শর্মা যখন কংগ্রেসে ছিলেন, তখন জলসরবরাহ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ছিলেন। বিজেপিতে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনে শুদ্ধ ও কলঙ্কমুক্ত হয়েছেন, যেমন কলঙ্কমুক্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী ; মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ চৌহান, মহারাষ্ট্রের নারায়ণ রানে, অজিত পওয়ার প্রভৃতিরা।

কথা উঠছে শিল্পপতি আদানির সঙ্গে মোদির সম্পর্ক নিয়ে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে গৌতম আদানির সঙ্গে মোদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আদানিরও উত্থান ঘটতে থাকে।মোদি প্রধানমন্ত্রী হবার পরে আদানিকে মুম্বাই বিমান বন্দর পরিচালনার ভার দেওয়া হয় জিভি গোষ্ঠীকে সরিয়ে। তারপর মোট ৬ টি বিমান বন্দর পরিচালনার ভার দেওয়া হয় আদানিকে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও আদানিকে বিপুল বরাত দেওয়া হয়েছে। এল আই সি, স্টেট ব্যাঙ্ক, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, বরোদা ব্যাঙ্ককে বাধ্য করা হয়েছে আদানি গোষ্ঠীতে লগ্নি করতে। তা হলে না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গার কি হল ? লোকগায়িকা নেহা সিং রাঠোর তাই প্রশ্ন করেন : কাইসন বা তোহারি চৌকিদারিয়া হো ?

।। দ্বিতীয় তরঙ্গ।

নরেন্দ্র মোদির প্রথাগত পড়াশুনো কতদূর, আদৌ আছে কি না, সসব নিয়ে বিতর্ক আছে। সে বিতর্ক বাদ দিলেও আমরা বলতে পারি অর্থনীতিশাস্ত্রে মোদিসাহেবের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। যাকে বলে মোদির ইকনমিক্স বা মোদিনমিক্স। সেই জ্ঞানের জোরেই তিনি ভারতের পড়ন্ত অর্থনীতিকে বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করে তুলবেন। অর্থনীতিতেও বিশ্বগুরু হবেন।

মৈত্রীশ ঘটক ও উদয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, " যিনি বলেছিলেন মোদিনমিক্স -এর ম্যাজিক দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাঁকে এখন যদি এই বলে বড়াই করতে হয় যে, তাঁর আমলে জিডিপি বৃদ্ধির হার বছরে গড়পড়তা ৭ শতাংশ (বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব), কিংবা ৭ শতাংশের সামান্য নিচে (সি এসও-র আগের পরিসংখ্যান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হ্যাণ্ডবুকের সাম্প্রতিকতম সংস্করণে যা দেওয়া হয়েছে) অথবা মেরেকেটে ৭.৭ শতাংশ (সি এসও-র শেষ সংশোধন), তবে নিতান্ত অন্ধ ভক্ত ছাড়া আর কেউ তাঁর কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে কি ?"

বুক বাজিয়ে মোদি আরও বলেছিলেন তিনি ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতির দেশ করে তুলবেন। ৫ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতির দেশ হতে গেলে মাথাপিছু জিডিপি কত হয় ? হয় ৩০০০ মার্কিন ডলারের সামান্য কিছু বেশি। তার মানে কি ? মানে হল প্রতিটি ভারতবাসী হবেন মিলিওনিয়ার।

আর যাঁরা এখনই মিলিওনিয়ার আছেন, তাঁরা হবেন বিলিওনিয়ার। আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো ব্যাপার।

আসলে ঘটনাটা কি ?

চলবে...

বিস্মৃত এক দেশনায়ক
মাওলানা আজাদ

ড. নূরুল ইসলাম
(মাওলানা আজাদ গবেষক ও হীরালাল ভকত কলেজের অধ্যক্ষ)

শেক্সপিয়ার তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি টুয়েলফথ্ নাইট নাটকে একটি অবিস্মরণীয় উক্তি করেছেন, "কিছু মানুষ মহানতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। কিছু মানুষ মহানতা অর্জন করেন। আর কিছু মানুষের উপর মহানতা আরোপ করা হয়।" প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে উচ্চারিত এই উক্তি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বর্তমান ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিদিন এরকম কত নক্ষত্রের ও কৃত্রিম উপগ্রহের আবির্ভাব হচ্ছে ও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে!

মহিউদ্দিন আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) ছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নক্ষত্র। তিনি ছিলেন ভারত উপমহাদেশের অন্যতম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক, লেখক, প্রভাষক ও সমাজসংস্কারক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন যোদ্ধা। অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রথম শ্রেণির দেশনির্মাতা। তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারত উপমহাদেশের আমৃত্যু প্রবক্তা। তিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ইসলামী চিন্তাবিদ। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা। মাওলানা আজাদ ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সম্ভবত অতীতে তো নয় এপর্যন্ত সেই মর্যাদা কোনো আলেম বা ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক অর্জন করতে সক্ষম হননি। তাঁর পান্ডিত্য ছিল সর্বজন স্বীকৃত। বিশ্ব নন্দিত। তিনি ছিলেন কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও ইসলামী ইতিহাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসাধারণ প্রতিভা। আধুনিক সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনন্য পন্ডিত। পন্ডিত নেহরু তাঁকে গুরুজী বলতেন। গান্ধীজি তাঁর পান্ডিত্য ও নেতৃত্বকে সমীহ করতেন। সমকালের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁর মনীষাকে সমীহ করতেন। অধুনা লুপ্ত প্লানিং কমিশনের বরিষ্ঠ সদস্যা সাইয়েদা সাইদাঈন হামিদ সম্পাদিত ও ভারত সরকার প্রকাশিত India's Maulana: Maulana Abdul Kalam Azad গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মাওলানা আজাদ সম্পর্কে সমকালীন প্রথম শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বরেণ্য মনীষীদের মূল্যবান বক্তব্য। গান্ধীজি, নেহরুজি, প্যাটেলজি, রাজেন্দ্র প্রসাদজি, সরোজিনী নাইডুজি, কৃপালিনীজি, কে নেই? দেশের প্রথম সারির প্রায় ২৫ জন দার্শনিক-রাজনৈতিক নেতা তাঁদের অকপট স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। সকলেই তাঁর মনীষার প্রশংসা করেছেন।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

লক্ষণীয়, রাজনৈতিক অঙ্গনে নির্দিষ্ট নেতার চাটুকারিতা ও অন্ধভক্তি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বর্তমানে মোদিজির প্রতি এক শ্রেণির মানুষের এবং নিচু তলার নেতৃত্বের চাটুকারিতা ও অন্ধভক্তি দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। অথচ এটা একটি স্বাভাবিক এবং দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত প্রথা। গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রতি এক শ্রেণির মানুষের ও নেতাকর্মীদের ছিল অন্ধভক্তি ও চাটুকারিতা। বস্তুত নেতারা তাদের পার্ষদ নির্মাণ করেন এই ধরণের মানুষদের নিয়ে। মাওলানা আজাদ ছিলেন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত স্বাধীনচেতা। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে উন্নাসিক ও উদ্ধত বলেছেন। কিন্তু না। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও আদর্শের অনুসারী ব্যক্তি কখনই অন্ধভক্ত ও চাটুকার হতে পারে না।

মাওলানা আজাদ একমাত্র ব্যক্তি যিনি গান্ধীজিকে ও নেহরুজিকে চরম শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের অন্ধভক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁদের বহু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তা সত্ত্বেও, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কমেনি। বরং স্বাধীন ভাবনার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন।

১. মাওলানা আজাদ গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। কিন্তু তিনি অহিংসাকে অলঙ্ঘনীয় আদর্শ মনে করতেন না। প্রতিপক্ষ অহিংস হলে অহিংসা কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে। যদি প্রতিপক্ষ অহিংসাকে শ্রদ্ধা না করে তাহলে হিংসা ছাড়া আন্দোলন সফল হতে পারে না। একটি বিচ্ছিন্ন সহিংসতার জন্য গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগকে তিনি মানতে পারেননি। এই সিদ্ধান্তকে তিনি হঠকারিতা মনে করতেন।

২. দেশভাগের সিদ্ধান্তকে তিনি আমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি। গান্ধীজি ও নেহেরুজি মেনে নিলেও তিনি এই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করেন। তিনি কোনো দিন মানেননি। তিনি মনে করতেন, দেশভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে সাময়িক আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে। দেশভাগ ভারত উপমহাদেশের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান হলেও এভাবে সাম্প্রদায়িকতার চিরস্থায়ী সমাধান হবে না। তিনি মনে করতেন, অচিরেই দেশভাগের অসাড়তা প্রমাণ হবে।

৩. নেহরুজিকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তা সত্ত্বেও, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা বিষয়েও তিনি সহমত ছিলেন না। এমনকি তিনি অকপটে বলেছেন, প্যাটেলজিকে প্রধানমন্ত্রী করলে দেশভাগ আটকানো যেত।

৪. তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশভাগ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিসমাপ্তি ঘটাবে না। বরং তা আরো দীর্ঘায়িত হবে। তিনি বলেছিলেন, "আকাশ থেকে ফেরেশতা নেমে এসে কুতুব মিনারের শীর্ষ চুড়া থেকে যদি চিৎকার করে বলে, 'তোমরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ থেকে সরে এসো। তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।' আমি বলব, স্বাধীনতার সময় পিছিয়ে যাক। কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। স্বাধীনতার সময় পিছিয়ে গেলে শুধু ভারতীয়দের ক্ষতি হবে। আর হিন্দু -মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হলে সমগ্র মানবতার ক্ষতি হবে।"

৫. তিনি বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান শব্দটি ভুল। পাকিস্তান ধারণাটি ভ্রান্ত। পাকিস্তান মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার রক্ষাকবচ হতে পারে না। পাকিস্তানের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। পাকিস্তান একটি আবেগ। পাকিস্তান দাবি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া। পাকিস্তান হবে মুসলিম এলিট শ্রেণির জমিদারি।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা

এবিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরণ আপোষহীন লড়াই করে গেছেন। একথা তাঁর শত্রু এবং মিত্র সকলেই স্বীকার করেন। তিনি মিশ্র জাতীয়তাবাদের নিরলস প্রবক্তা ছিলেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের চরম বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন। তা সত্ত্বেও, তিনি কেন আজ বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছেন? পরিতাপের বিষয়, যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করেছেন তিনি আজ সাম্প্রদায়িকতার বলি!

অনেকেই অভিযোগ করেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মুসলিম পরিচিতি বিলুপ্তির যে যজ্ঞ শুরু করেছে তার শিকার মাওলানা আজাদও। মৌলবাদী মুসলিম, ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম এবং বিজেপির বশ্যতা স্বীকারকারী মুসলিম কেউই এখন রেহাই পাচ্ছে না। সেকেন্দার বখত থেকে শাহনাওয়াজ ও নাকভিরা তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কি না করেছে? কিন্তু কেউই তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। নির্দিষ্ট সময় পর তারা তাদের সকলকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মুসলিম মুক্ত সরকার নির্মাণের প্রকল্প এখন একশো শতাংশ নিশ্চিত হয়েছে। মুসলিম মুক্ত রাজনৈতিক দল গঠন সম্ভব হয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, খুব শীঘ্রই মুসলিম মুক্ত বিচার বিভাগ গঠনের প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হবে। এমনকি অচিরেই মুসলিম মুক্ত নির্বাহী বিভাগ গড়ে উঠবে। 'সাব কা বিশওয়াশ ওর সাব কা বিকাশ' স্লোগান কিয়া আইওয়াশ?

মুসলিম পরিচিতি বিলুপ্তির পথে?

স্মরণীয়, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণে মাওলানা আজাদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং মাওলানা আজাদের জন্মদিনটিকে জাতীয় শিক্ষাদিবস ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু হায়! ভাগ্যের কি পরিহাস! ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা সরকার ঘোষিত শিক্ষা দিবস অবলীলায় অবজ্ঞা করে চলেছে। দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐদিন শিক্ষা দিবস উদযাপন করে না। কারণ স্পষ্ট। এই হচ্ছে একজন দেশপ্রেমী ও দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের পরিণতি। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বিজ্ঞানী ও মিসাইল ম্যান এপিজে আবদুল কালামও শীঘ্রই স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবেন। নিশ্চিত। কোনো সন্দেহ নেই। কারো অভিমান এবং আক্ষেপ এই পরিণতি থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে পারবে না।

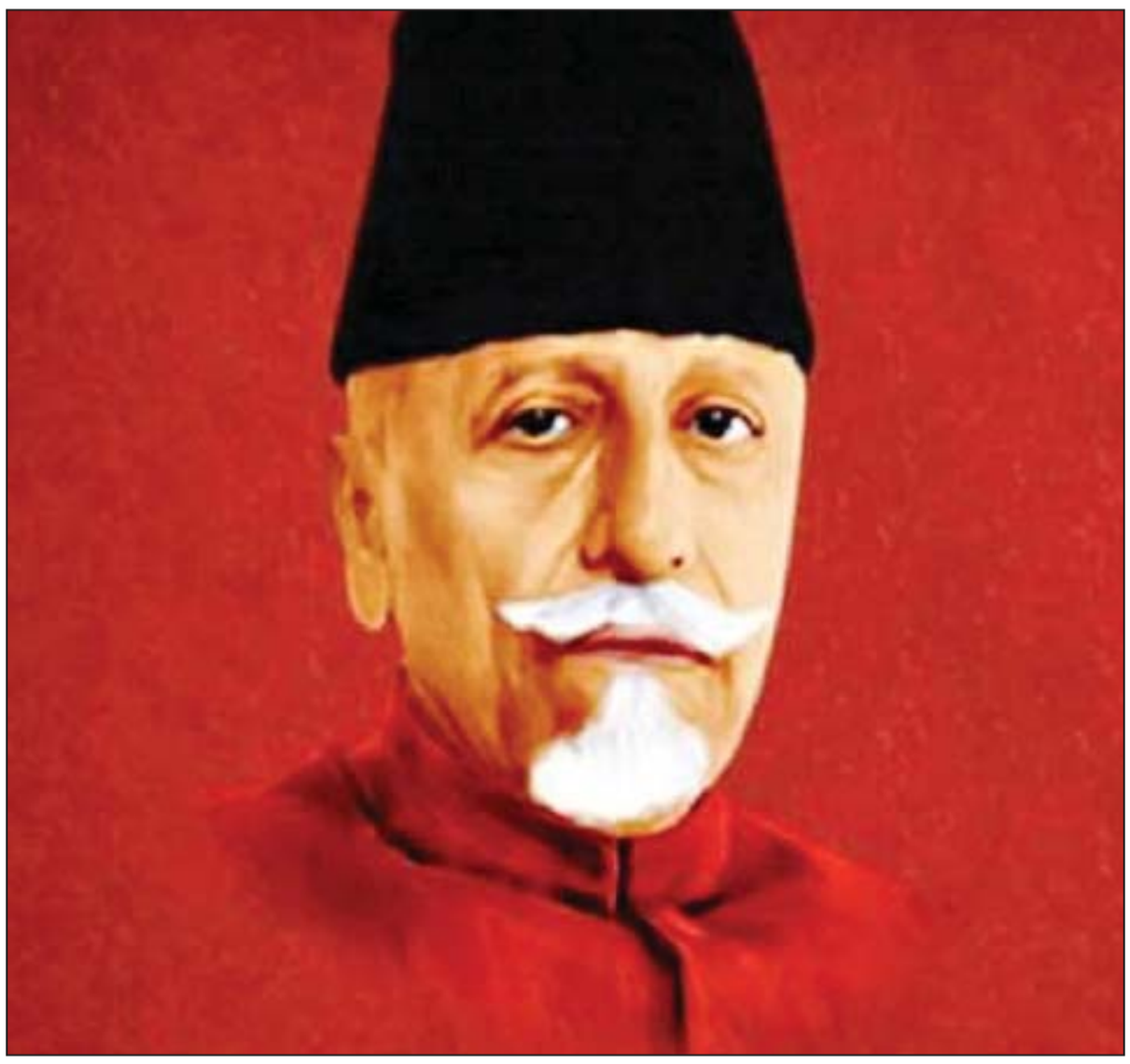

জেলখানার কবি নাজিম হিকমত

ডা. শামসুল হক

অজস্র কবিতা লিখেছেন তিনি। আর তার মধ্যে বেশীরভাগ কবিতাই আবার লেখা কারাগারের অন্ধকার কুপের মধ্যেই বসে। লিখেছেন মনের মধ্যে একরাশ যন্ত্রণা এবং ক্ষোভের বোঝা বুকে নিয়েই। সেইসব লেখনীর মাধ্যমেই আবার প্রকাশিত হয়েছে মানুষের কথা, প্রকৃতির কথা এবং নিজের বন্দী জীবনের কথাও। তাঁর কথার মধ্যেই আবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর অন্য এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও। আবার মানুষের কাছে তিনি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন একজন রোমান্টিক বিপ্লবী হিসেবেও। তাইতো নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁর অবদান কম নয়।

তিনি কবি নাজিম হিকমত। তুর্কী ভাষার প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার হিসেবে বিশেষ পরিচিতি আছে তাঁর। নিরপেক্ষ সাংবাদিক হিসেবেও বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। ১৯০২ সালের ১৫ ই জানুয়ারি জন্ম তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়নের তুরস্কে। ইস্তাম্বুলের গোজেটেপ জেলার তাসমেরটেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শুরু তাঁর শিক্ষা জীবন। মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেন বেয়োগুলু জেলার পালাতাসার হাই স্কুলে। সেখানেই তিনি শিখে নেন ফরাসি ভাষাটাও। তারপর স্নাতক হন প্রিন্সেস দ্বীপপুঞ্জের তুর্কিস নেভাল একাডেমি থেকে।

ছাত্রজীবন শেষ করে অন্য সকলের মতোই তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়ুন কর্মক্ষেত্রে, একাই ছিল তাঁর অভিভাবকদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। বাস্তবে তা কিন্তু ঘটেনি। কারণ সংগ্রামী মন ছিল তাঁর। পরাধীন দেশকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাবার ইচ্ছেতেই তখন বিভোর ছিলেন তিনি। তাই মনের সেই ইচ্ছেটাকে পরিপূর্ণ করার তাগিদেই একদিন অতি গোপনে গৃহত্যাগও করেন তিনি।

সেটা ১৯২১ সালের কথা। সেই বয়সেই বাড়ীর লোকজনের চোখ এড়িয়েই তিনি পৌঁছে যান আনাতেলিয়ার সেনা ছাউনিতে। নাম লেখান স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সৈনিক হিসেবেই।

সেদিনের সেই রণাঙ্গনে দেশের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন সেকথা ঠিকই, কিন্তু তিনি সব সময়ই চাইতেন একটা মুক্ত পৃথিবীরই বাসিন্দা হবেন তিনি নিজে এবং সকলেই।

সংগ্রামী এই মানুষটার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে মস্কোতে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল প্রখ্যাত রুশ কবি মায়াকোভস্কির। দুজনে ছিলেন একই আদর্শে বিশ্বাসী। তাই জীবনে কখনই কোন বিষয়েই তাঁদের মতের অমিল হয়নি। দুজনের লেখার ধরনের মধ্যেও ছিল প্রচুর মিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের কাব্য জীবনে কেউ কখনই অপরকে দেখেননি ঈর্ষার চোখেও।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়স থেকেই লেখালিখির কাজ শুরু করেন নাজিম হিকমত। সতের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা। বেশ নামী পত্রিকাতেই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল সেই কবিতাটি। আর তারপর থেকেই বাড়তে থাকে তাঁর কলমের গতিও। মূলতঃ মাতৃভাষাতেই কবিতা লিখতেন তিনি।পরে অবশ্য তা অনুদিত হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়াতে চলে যান কবি নাজিম হিকমত। তখন অবশ্য পরাধীন ছিল তাঁর দেশ।পরে ১৯২৪ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি আবার ফিরে আসেন স্বদেশে। তারপর মন দিয়েই শুরু করেন লেখালেখির কাজ। সেইসময় কবিতা লেখার পাশাপাশি তাঁর ঝোঁক বাড়ে সাংবাদিকতার প্রতিও। তাই কয়েক দিনের মধ্যেই যোগ দেন একটা সংবাদপত্রের দপ্তরেও।

তখন যেন নতুনভাবেই জীবন শুরু হয় কবির। নিজের পেশার উপর গুরুত্বও বাড়িয়ে দেন ভীষণভাবেই। চারিদিকে সুনামও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু তাঁর সেই সুখ আর সমৃদ্ধির সাম্রাজ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর সাংবাদিকতার মধ্যে ছিল প্রতিবাদেরই ভাষা। আর সেই অভিযোগে একসময় গ্রেপ্তারও করা হয় তাঁকে। আদালতের বিচারে আবার জেলও হয় তাঁর। কিন্তু সেখানেও থামেনি তাঁর কলম।লেখেন অজস্র কবিতা এবং নাটকও। তখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাই ছিল তাঁর যাবতীয় লেখালেখির মূল উদ্দেশ্য।

বিদ্রোহী এই মানুষটি মুক্তির স্বাদ পান ১৯২৮ সালে। সেইসময় তিনি আবারও ফিরে আসেন তুরস্কে। সেখানেও সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন তিনি। কিন্তু তখনও মানসিকতার বদল ঘটেনি তাঁর। ফলে আবারও তাঁর কলম থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে বিদ্রোহেরই আগুন। আর তারই ফলস্বরূপ আবার কারাগারের অন্ধকারেই পা মেলাতে হয় তাঁকে। সেখানে বসে বসেই কবিতার প্রতি মনপ্রাণ ঢেলে দেন তিনি।লিখে ফেলেন এক এক করে মোট নয়টি কাব্যগ্রন্থ। সেইসময় বারবারই গ্রেপ্তার হন তিনি আবার আদালতের নির্দেশে ছাড়াও পেয়ে যান। কিন্তু একসময় তাঁকে পেতে হয় চরম শাস্তিই। তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তাঁর কবিতার মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে এমনই সব কথা যেটা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মনের মধ্যে বিশাল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং তারই ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে সমাজতান্ত্রিক চেতনারই পথে। এখানেই কিন্তু সব শেষ নয়।

সরকারি মহলের আবার বক্তব্য, নাজিমের কবিতা সমানভাবে অনুপ্রাণিত করছিল স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরও। তাঁর কবিতার মধ্যে তারাও পেয়েছিল বিপ্লবের প্রেরণা। ফলে টনক নড়েছিল সরকারের এবং আবারও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। আর সেইসময় বেশ বড় ধরণের শাস্তিরই মুখোমুখি হন তিনি। হয়েছিল আঠাশ বছরের জেল। সেটা ১৯৩৮ সালের কথা। এইভাবেই কেটে গিয়েছিল আরও দশটা বছর। অবশেষে তাঁকে দেখে ভীষণভাবেই ব্যথিত হন কবি পাবলো নেরুদা, সঙ্গীত শিল্পী পলরব সন এবং দার্শনিক পল সাত্রার মত বিশিষ্ট জনেরা। তাঁরা তখন মিলিতভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েন নাজিমের মুক্তিরই জন্য। সকলে মিলে অনশনেও বসেন। পরে ১৯৫০ সালে তুরস্কে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এলে মুক্তি পান কবি নাজিম হিকমত। সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৫০ সালেই তিনি আবার পান নোবেল শান্তি পুরস্কারও। আর তাতেই তাঁর মনের জোরও বেড়ে যায় অনেকটাই। লিখতে শুরু করেন অজস্র কবিতা। সেইসময় অনেক কবিতা তিনি আবার লিখেছিলেন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে। একটা কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, বলো হিকমত কোন শহরে তুমি মরতে চাও?

উত্তরটাও দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। লিখেছিলেন, আমি মারা যেতে চাই ইস্তাম্বুলে,মস্কোয় এবং প্যারিসেও। তারপর তিনি আবার লিখেছেন, আমার মৃত্যুগুলো আমি পৃথিবীর উপরে বীজের মতো ছড়িয়ে দিয়েছি। তবে সবচেয়ে আমি যে দেশকে বেশি ভালোবাসি সেটি হচ্ছে পৃথিবী।যখন সময় আসবে, আমাকে পৃথিবী দিয়েই মুড়ে দিও।

মহান এই কবির মৃত্যু কিন্তু হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোতেই। ১৯৬৩ সালের ৩ রা জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেন তিনি। এই বৎসর তাঁর একশত তেইশতম জন্মবার্ষিকী। তাই ১৫ ই জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই।

নাজো পাগলী

গোলাম মোস্তাফা মুনু

সাদরুল মোমিন এক স্ত্রী এবং দুই মেয়ে রেখে মারা যায়। বড় মেয়ের বয়স সাত বছর এবং ছোট মেয়ের তিন। সাদরুলের স্ত্রী চম্পা স্বামীর মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়ে। তার জীবনে বুড়িমা ছাড়া আর কেউ নেই। বুড়িমা তার কাছেই থাকে। চম্পা হাতের কোন কাজই জানে না। বিড়ি বাঁধার কাজ একটু একটু শিখেছিল। দীর্ঘদিন ধরে না বাঁধার কারণে সেটাও ভুলে গেছে। এখন সে কেমন করে সংসার চালাবে এমন কথা ভাবতে গেলেই যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। স্বামীর মৃত্যুর সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার শরীর শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে যায়। বুড়িমা এবং দুটি মেয়ের মুখে কীভাবে আহার তুলে দেবে- এমন চিন্তাভাবনা করে সে সবসময় কাঁদতে থাকে। একদিন সকালে চম্পার কান্না শুনে নাজো পাগলী তাদের বাড়ি প্রবেশ করে। চম্পার সামনে এসে বসে। সে কোন কথা না বলে চম্পার কান্নার বয়ান শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ শোনার পর সেও উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠে। তার চোখ দিয়ে শ্রাবণের বারিধারা বইতে থাকে। চম্পা খানিক পরেই নিজের কান্না থামিয়ে দেয়। নাজোর চলতেই থাকে। দীর্ঘক্ষণ কাঁদার পর নাজো যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে কান্না থামিয়ে দেয়। চোখের জল মুছে নিয়ে মৃদুস্বরে চম্পাকে সান্ত্বনা দেয়, 'চম্পা, আমি থাকতে তুই আর চিন্তা করিস না বোন। তোর মেয়েদের আমি না খাইয়ে রাখবো না। এ পাগলীকে বিশ্বাস কর বোন।' বলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। চম্পার পাঁচবাড়ি পরেই নাজো পাগলীর বাড়ি। একটিই ঘর। টালির ছাউনি। বর্ষাকালে কখনো কখনো বিছানার কিছু অংশ ভিজে যায়। ঘরের মেঝেও যেন কাদা কাদা হয়ে যায়। বয়স চল্লিশের কম হবে না। তার জীবনে এখন আর কেউ নেই। স্বামী ছিল। বিশ বছর পূর্বেই তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। তালাকের পর মানসিক আঘাতেই তার এমন দশা। নাজো সম্পূর্ণ পাগল নয়। তাকে পাগল সম্বোধন করে যে তার সাথে কথা বলে তাকে সে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়। আর যে তাকে খালা, ফুফু, দিদি সম্বোধন করে কথা বলে তার সাথে সে খুব ভালো আচরন করে। তার জন্য মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়াও করে সে। নাজো প্রতিদিন সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ফিরে সন্ধ্যার সময়। পনেরো-বিশ গ্রামের মধ্যে যেখানেই ভোজ হোক না কেন সেই ভোজের খবর যেন তার কাছে থাকে। ভোজবাড়ি গিয়ে সে খাবারও খায় এবং দিনের শেষে খাবার চেয়ে নিয়ে আসে। সবখাবার চম্পার পরিবারে দিয়ে দেয়। সেই খাবারেই তাদের দু'বেলা চলে যায়। কোনদিন যদি কোথাও ভোজ না হয় তাহলে সেদিন লোকের বাড়ি ঢুকে খাবার চেয়ে নিয়ে আসে। শরীর অসুস্থ থাকলেও কোনদিন বাড়িতে বসে থাকে না সে।

একদিন তো কোনো এক ভোজবাড়িতে গরম তরকারি প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরতে গিয়ে হাতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ফসকা পড়ে। খুব যন্ত্রণা হয়। তিন-চার দিন ধরে তার যন্ত্রণা থাকে। তবুও সে পোড়া হাত নিয়েই চম্পার পরিবারের উদ্দেশ্যে খাবার চাইতে বেরিয়েছে। এভাবে প্রায় তেরো বছর পার হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে চম্পার দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। নাজো তার জমানো সব টাকাই চম্পার দুই মেয়ের বিয়েতে খরচ করে দিয়েছে। মেয়েরা স্বামীর বাড়িতে মন দিয়ে ঘর-সংসার করছে। মেয়ের বিয়ে দিতে পেরে চম্পা খুবই খুশি। খুশি নাজোও। মাসখানেক পার হয়ে যায়। দুই মেয়েই স্বামীর ঘর থেকে মায়ের বাড়ি আসেনি। নাজোর খুব ইচ্ছা করে তাদেরকে দেখার। একদিন দুপুরবেলা নাজো গিয়ে ওঠে বড় মেয়ে সাবেরার বাড়ি। সাবেরা নাজোকে দেখে খুশি হয়। নাজো সাবেরাকে বলে, 'তোদেরকে না দেখে আমি থাকতে পারি না, তাই দেখার উদ্দেশ্যেই তোর বাড়ি চলে এলাম।' সাবেরা হাসিমুখে বলে, 'ভালো করেছো খালা। তুমি বসো। তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসি।' এ বলে সাবেরা রান্না ঘরে চলে যায়। সাবেরা রান্নাঘর থেকে খাবার এনে নাজোর সামনে রেখে দেয়। নাজো খুশি মনে খেতে শুরু করে। সাবেরা সামনের দিকে বসে নাজোকে দেখতে থাকে। এমন সময় সাবেরার স্বামী বাড়ির ভেতর ঢুকে নাজো পাগলীকে খেতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। সাবেরার ওপর যেন রাগও হয় তার। সাবেরাকে অদূরে ডেকে নিয়ে সে বলে, 'একজন পাগলীকে তোমার খাওয়ানোর ইচ্ছা হয়েছে, খাওয়াও। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ডেকে এনেছো কেন? ওকে তো বাইরেই খেতে দিতে পারতে। যদি সে কোনো অঘটন ঘটিয়ে দেয়!' সাবেরার স্বামীর কথাগুলো নাজো শুনতে পায়। মুখে খাবার আর না দিয়ে সে সাবেরার দিকে তাকায়। তার চাহনি সাবেরাকে বারবার বলতে থাকে যে, নাজো তাদের জন্য কত কী করেছে, সবকিছু যেন সে তার স্বামীকে জানিয়ে দেয়। যদি সে জানতে পারে তাহলে নাজোকে সে আর তাচ্ছিল্য করবে না; বরং সম্মান করবে।

নাজো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হতাশ হয়ে যায়। সাবেরা নীরব থাকে। নাজো অবশিষ্ট খাবারগুলো নিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে বসে খেতে শুরু করে। সাবেরা নাজোর কাছে জগে করে পানি নিয়ে আসে। সে মৃদুস্বরে বলে, 'খালা, খাওয়া হয়ে গেলে হাত ধুয়ে পানি খেয়ে নাও।' এ বলে সে নাজোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

নাজো সাবেরার কথায় যেন কর্ণপাত না করে খেতেই থাকে। খাওয়া শেষ করে হাত না ধুয়ে সে নিজের পড়ে থাকা শাড়িতেই হাত মুছতে মুছতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

ইট ভাটা

বাপি ফকির (প্রতিবন্ধী)

চাকদাহাটে ইদ ভাটা আছে, আমি সেখানে নিয়মিত ঘুরতে যায়।

ইট ভাটায় যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়,তারা আমার খুব ভালো বাসে।

তাদের বাড়ি কেনিন, তাদের আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

তাদের বললাম আপনাদের ছেলে ও মেয়েদের আমি পড়াবো।

তারা রাজি হয়ে গেলো, আমি প্রতিবন্ধী তাই চিন্তা করতে লাগলাম কী করে এদের বই কিনে পড়াবো।

তাই আমার খাবার খাওয়া পয়সা জমিয়ে।

সেই টাকা দিয়ে বই খাতা কিনে পড়াতে লাগলাম।

আমি প্রতি তাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট কথা শুনি।

তাদের জিজ্ঞেস করলাম কত টাকা পান। বললেন ১০০ টাকা রোজগার করে।

তাদের বাচ্চা সারা দিন খালি গায়ে থাকে। একটা ফরার মতো জামা নেই।

দেখে আমি মনে খুব কষ্ট পায়, আমি বললাম তোমাদের কষ্ট দেখে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।

কী করবো আমি প্রতিবন্ধী আমি গরিবের সন্তান কোথায় পাবো।

বর্ষাকালে তাদের খুব কষ্ট হয়, সেই সময় ইদ ভাড়ায় কাজ বন্ধ থাকে।

তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন, বাপু সংসার চালানো মতো টাকা তাকে না।

খুব কষ্ট জীবন চলে যায়, তাদের আমি বললাম আপনার ছেলে মেয়েদের আমি পড়াবো যে কয়েক মাস এখানে থাকবেন।

আমি পড়াবো বিনামূল্যে, আমি সব বই খাতা সব কিনে পড়ায়।

তারা খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছে,দেখে আমার আনন্দ লাগছে। এদের পড়িয়ে আমার খুব মজা লাগছে। আমি চাই ধুলোবালি মাখা ছেলে মেয়েদের সামাজের প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাদের মানুষ মতো মানুষ করতে চাই। তাদের সমাজে উঁচু পথে বসাতে চাই।

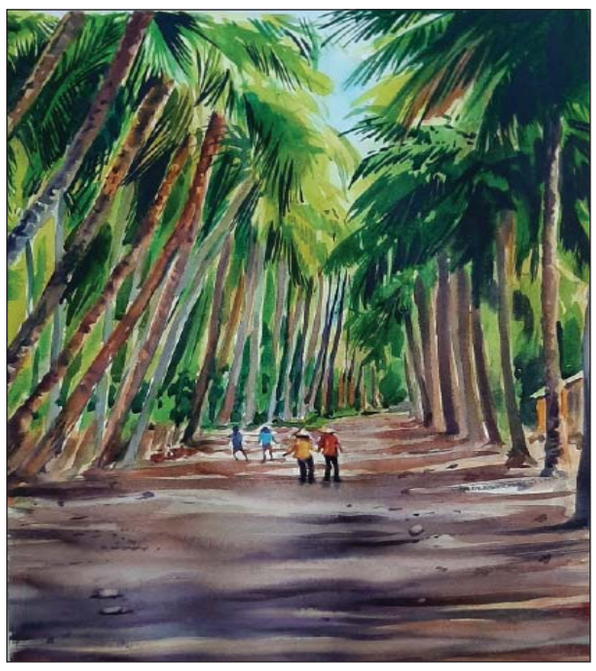

এভাবেই প্রেম হয় বুঝি

শিবশঙ্কর দাস

তুমি আকাশ ছুঁয়েছো কখনো?
বাতাসে ভর দিয়ে উড়েছো?
উত্তাল ঢেউয়ের চূঁড়োয় পা দিয়ে
সমুদ্র শাসন করেছো কখনো?
হেঁটেছো কি গহন অরণ্যে একাকী সন্ধ্যায়?
তবে তুমি প্রেমিক নও
প্রেমিকাও হতে পারোনি
বড় জোর স্বামী কিংবা স্ত্রী হয়েছো।
অথচ আমার অবাধ্য আকাঙ্ক্ষা
আমাকে রাতদিন তাড়া করে
ছুট করায় পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে
আমি তাকে বকি শাসন করি
তবু সে আমার কথা শোনে না
সে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় বারবার ওই অগম্যে
দাঁড় করিয়ে দেয় সত্য মিথ্যের নোম্যান্স ল্যান্ডে
ক্লান্ত আমি হোঁচট খেলেও ছাড়ে না সে
শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যি সত্যিই
আমি চড়ে বসি সেই ঢেউয়ের চূঁড়োয়
যেখানে সব পতঙ্গের মতো অসহায়
কুটোর মত বাঁধনহারা
ঢেউ আসে ঢেউ যায়
ঢেউ আসে ঢেউ যায়
জল ওঠে জল নামে
আমি উঠি আমি নামি
আমি নামি আমি উঠি
উঠতে উঠতে একদিন ছুঁয়ে ফেলি আকাশ,
মস্ত আকাশ
উড়ে যাই দূরন্ত বাতাসে ভর করে
কত দূর কত দূর
গহীন অরণ্যের মায়াবী অন্ধকারে
তখনই কে যেন কানে কানে বলে
বুঝলে, এভাবেই প্রেম হয়।

ছড়া-ছড়ি

হায়রে দেশের অবস্থা

আলমগীর

হায়রে দেশ
হয়েছে আজ দুর্নীতির সমাবেশ ।
গড়েছে তারা আজ
কত টাকার পাহাড়
খুললে দেখতে পাওয়া যায়
নানা রকমের সিন্দুকের বাহার ।
ধরা পরলেই কত রকমের পন্থা খুঁজে
কেউবা হসপিটালে-
আবার কেউবা হুইল চেয়ারে বসে
লুটোপুটি করে !
যাওয়ার কালে
নাইকো বান্ধবীর অভাব।
জনগণের টাকা মেরে
নষ্ট করছে নিজেদের স্বভাব!
কেউ আবার -
গলা বাজিয়ে
নিজেকে বাঁচাতে চায় ;
তাদের হয়ে চামচিকাগুলো
হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টে যায় ।
ঘরের ছেলে চুরি করে
জানতে পারবে না গার্জেন
এটা কি মানা যায় ?
গার্জেন যদি সাঙ্গ দেয়
ছেলেরা কি চুরি করতে
ভয় পায়?

লক্ষ সুখ

মহসিন মল্লিক

বাতাসের আদরে তোর ওড়াউড়ি চুল
ছুয়ে দেয় যদি উষ্ণ ওম, ওমের ফাগুন
মসৃণ অনভিপ্রেত লেগে যায় যদি ধূল।
আমিও এঁকে দিতে পারি অনায়াসে
প্রশস্ত কপোলের ক্যানভাসে তোর ওরে
সদ্য ফোটা পরিপুষ্ট পরিজাত ফুল...
জ্যোৎস্না হাসে যদি উৎসুক তোর মুখে
চিন্তাশূন্য মোহময়ী তুই অপরূপা
উদ্ধত গর্বিত পরিপুষ্ট ওই বুক।
লেবুরস কোয়া থরথর কাঁপা ভীরু ঠোঁট
আমিও ঢেলে দিতে চাই প্রেম মোহ
অনুভবে স্পন্দনে লক্ষ সুখ।

'ছেলেবেলা'

সানজিদা নাজনিন

একবার যদি ফিরে পেতাম,
সেই ছেলেবেলা।
বিকেল বেলা মাঠের ধারে,
করতাম আমি খেলা।
সন্ধ্যা বেলা ঘরে ফিরে ,
জড়িয়ে ধরে মাকে।
সারা দিনের রূপকথা ,
শুনাতাম যে তাঁকে।
ইচ্ছে করে বানাই আমি ,
রূপকথার গাড়ি।
যে গাড়িতে চড়ে আমি ,
ছেলেবেলায় দিব পাড়ি।
ফিরে পাব ছোটবেলা,
খোলা মাঠের হাওয়া।
স্বপ্ন দেখি সব সময়,
হবে কি আর যাওয়া!

মুক্ত ময়না

প্রিয়া চ্যাটার্জি

ঘুরতে আইলাম এ বিশ্ব বাজারে
কিনলাম একটা নাদুস-নুদুস ময়না
খাওয়াই-দাওয়াই বড় কইলাম
বলনা এবার বুলি আমার
নয়-নয় করে দুই দশক পার
বলনা বুলি কইবি কবে ?
যতই তোকে বন্ধী রাখি
খাঁচা ভেঙে উড়েই গেলি।
আসলি যদি বারে বারে
বলনা এবার বুলি আমার
আর কত জ্বালা সইবো বল
হারখাটুনি রোজগার সব
দিলাম তোকে উজাড় করে
বলনা বুলি কইবি কবে?
একদিন তুই চীর তরে উড়ে যাবি
আমিই হব পর
হৃদ-মাজারে রাখব বলে
এনে ছিলাম বাসায়।।

সেকাল একাল!

অশোক পাল

আমাদের চড়ুইভাতি সেকাল
তোমাদের পিকনিক পার্টি একাল।
আমাদের জন্মদিন দিনক্ষন ছাড়া পায়েস
তোমাদের বার্থডে পার্টি হুল্লোড় গিফটের নেশা।
আমাদের খেলা লুকোচুরি কানামাছি খো খো
তোমাদের খেলা স্মার্টফোনে কেবলই হো হো।
আমাদের দুপুর গড়িয়ে বিকেল আদুর গা
তোমাদের ড্রেসের বাহার আলো ঢোকে না।
আমাদের লক্ষী পূজা মায়ের হাতের নাড়ু
তোমাদের রেডিমেড বাজার থেকে নাড়ু।
আমাদের শীতে ঘরে তৈরি পিঠে পুলি
তোমাদের আবার ময়দানে পিঠে পুলি উৎসবের বাহার।
আমাদের পুজোর একটাই ভারি আনন্দ
তোমাদের এখন দশটাতেও মন ভরে না তবুও।
আমাদের কেনাকাটা পাড়ার মুদি কিম্বা বাজার
তোমাদের অনলাইন শপিং মল ব্রান্ডের ঝকমারি!

উজান ভাটা

অশোক কুমার হালদার

উজান ভাটার নদীর মতো ছুটছে এ-জীবন
কখনও আলোকিত, উজ্জ্বল দীপ্তিমান
আবার কখনও জীবনের গতি হয় ম্লান।
ছুটে চলা জীবনে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য রয়
কখনও, কখন বাচন বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়
ভাটার টানে সেই মানুষের বাক্য অব্যক্ত রয়।
উজান ভাটার জীবন নির্মল শোভামান
উজান শৃঙ্গার রসে উজ্জীবিত হয় প্রাণ
কিন্তু তবুও এ জীবনে ভাটা আসে,
মানুষের জীবন হয়ে যায় ম্রিয়মান।
উজান ভাটার নদীর মতো ছুটছে এ-জীবন
কখনও আলোকিত, উজ্জ্বল দীপ্তিমান
আবার কখনও জীবনের গতি হয় ম্লান।
উজানে উচ্ছ্বাস থাকে, স্রোতের বিপরীতে যায়
তবুও জীবনে ভাটা এসে উল্টো হয়ে যায়।

‘সুপার টিম’ নিয়েই প্রথম ম্যাচ খেলবেন মেসিরা

আপনজন ডেস্ক: বিরতি শেষে নতুন মৌসুমের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুশীলনে নামার কথা লিওনেল মেসিদের। এর মধ্যে সংবাদ সম্মেলনে সমর্থকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে নতুন যোগ দেওয়া উরুগুয়ে তারকা লুইস সুয়ারেজকেও। এ মৌসুমে বড় কিছুতেই চোখ মেসিদের। সে লক্ষ্যে এবার শুরু থেকেই মনোযোগী দলটি। বিশেষ করে প্রস্তুতি ম্যাচগুলো দিয়ে নিজেদের পুরোপুরি প্রস্তুত করতে মরিয়া ইন্টার মায়ামি।

গত মৌসুমে মেসির হাত ধরে নিজেদের প্রথম শিরোপা জেতা দলটি নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৯ জানুয়ারি শুক্রবার। এল সালভাদর জাতীয় দলের বিপক্ষে এ ম্যাচে ‘সুপার টিম’ নিয়েই ইন্টার মায়ামি মাঠে নামবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইন্টার মায়ামির এ দলে মেসির সঙ্গে অভিষেক হবে সুয়ারেজের। সঙ্গে থাকবেন দলের দুই স্প্যানিয়ার্ড সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবাও।

এল সালভাদরের বিপক্ষে ম্যাচটা অবশ্য কেবলই শুরু। নতুন মৌসুম শুরুর আগে নিজেদের প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে বেশি কিছু ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি।

প্রাক্-মৌসুমে মেসি-সুয়ারেজদের মায়ামি প্রস্তুতির লক্ষ্যে ম্যাচ খেলবে এফসি ডালাস, নেইমারের ক্লাব আল হিলাল (যদিও চোটের কারণে নেইমারকে দেখা যাবে না), ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসর, হংকং একাদশ, ভিসেল কোবে এবং মেসির শৈশবের ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজের বিপক্ষে।

এই ম্যাচগুলো দিয়েই মূলত নতুন মৌসুমে সব জেতার লক্ষ্যে প্রস্তুত হবে তারা।

প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামার আগে মায়ামির অনুশীলন সেশন হবে ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়াম-সংলগ্ন ফ্লোরিডা ব্লু ট্রেনিং সেন্টারে। আজ স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে অনুশীলন শুরু করার কথা মেসিদের। অনুশীলন শেষে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে সুয়ারেজকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সুয়ারেজের সঙ্গে এ সময় দলের কোচ জেরার্দো মার্তিনোও উপস্থিত থাকবেন।

নতুন এই মিশনে নামার আগে ইন্টার মায়ামির কোচ জেরার্দো মার্তিনো বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য মেসির কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনা। ইএসপিএনকে তিনি বলেছেন, ‘আমরা এই পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, যাতে খেলোয়াড়দের সেরাটা পাওয়া যায়। বিশেষ করে লিওর (মেসি)।’

প্রস্তুতি ম্যাচে ইন্টার মায়ামির প্রতিপক্ষ যারা

এল সালভাদর, শনিবার, ১৯, জানুয়ারি, সকাল ৭টা

এফসি ডালাস, মঙ্গলবার ২৩, জানুয়ারি, ভোর ৫টা

আল হিলাল, সোমবার ২৯, জানুয়ারি, রাত ১২টা

আল নাসর, বৃহস্পতিবার ১, ফেব্রুয়ারি, রাত ১২ টা

হংকং একাদশ, রোববার ৪, ফেব্রুয়ারি, বেলা ৩টা

ভিসেল কোবে, বুধবার ৭, ফেব্রুয়ারি, অনির্ধারিত

নিউয়েলস, বৃহস্পতিবার ১৫, ফেব্রুয়ারি, অনির্ধারিত।

ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে ভারত দলে নেই শামি

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রথম দুই টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে ভারত। চোটের কারণে দলে নেই মোহাম্মদ শামি। দলে ফিরেছেন স্পিনার কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেল। সঙ্গে স্পিনার হিসেবে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা তো আছেনই।

উত্তর প্রদেশের ক্রিকেটার ধ্রুব জুরেল প্রথমবারের ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। শামির অবর্তমানে পেস আক্রমণ সামলানোর দায়িত্ব সহ-অধিনায়ক যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার ও আবেশ খানের ওপর। সম্প্রতি চোটে পড়া পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে দলে নেই। সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেই টেস্টে অভিষেক হয়েছিল তাঁর।

কয়েক দিন আগে ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমে শামি ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়েই ফেরার আশা করেছিলেন। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকেই চোটের কারণে বাইরে থাকা শামি বলেছিলেন, ‘আমার পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া ঠিক পথে আছে, বিশেষজ্ঞ দল ও জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি আমার উন্নতিতে খুশি। একটু অসাড়তা আছে, তবে সেটি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। অনুশীলন সেশন শুরু করেছি। আমার বিশ্বাস, ইংল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারব। ফেরার জন্য এই সিরিজকেই লক্ষ্য বানিয়েছি। আশা করছি, ইংল্যান্ড সিরিজে আমাকে দেখতে পাবেন।’ শামির অবশ্য সেই সুযোগ এখনো আছে।

সিরিজের বাকি তিন টেস্টের দল ঘোষণা তো এখনো বাকি।

জুরেল উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। তিনি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ১৫টি। ১৯ ইনিংসে ৪৬.৪৭ গড়ে রান করেছেন ৭৯০। শতক ১ টি, অর্ধশতক ৫টি। একই ভূমিকায় দলে আছেন লোকেশ রাহুল এবং কে এস ভারত। অর্থাৎ ১৬ সদস্যের এই দলে ভারতের নির্বাচকেরা তিনজন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান রেখেছেন। সিরিজের প্রথম ম্যাচ হায়দরাবাদে ২৫ জানুয়ারি। সিরিজটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।

ভারত টেস্ট দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শুবমান গিল, যশস্বী জয়োসোয়াল, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, কে এস ভারত, ধ্রুব জুড়েল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, যশপ্রীত বুমরা ও আবেশ খান।

ছেলের জন্য গলার চেইন বিক্রি করেছিলেন মা, সেই ছেলেই এখন ভারত জাতীয় দলে

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্টের জন্য গতকাল রাতে ১৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারত। নতুন মুখ হিসেবে এই স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ধ্রুব জুরেল। সব সংস্করণ মিলিয়েই উত্তর প্রদেশের ২২ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান প্রথম ডাক পেলেন জাতীয় দলে। লোকেশ রাহুলের ব্যাকআপ কিপার হিসেবে দলে ডাক পেয়েছেন জুরেল ও কে এস ভরত। এর মধ্য দিয়ে স্বপ্নপূরণ হলো জুরেলের। গত বছর ৫ এপ্রিল আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ‘ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়’ হিসেবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। সে ম্যাচে জয়ের জন্য ৩০ বলে ৭৪ রান দরকার ছিল রাজস্থান রয়্যালসের। জেসন হোল্ডার থাকতে রাজস্থান কেন জুরেলকে মাঠে নামাল, তখন এ প্রশ্নও উঠেছিল। কিন্তু রাজস্থান সে ম্যাচে ৫ রানে হারলেও ১৫ বলে ৩২ রান করা জুরেল ঠিকই

আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণের পথে সেটি ছিল বড় একটি ধাপ। এবার জাতীয় দলে সুযোগ দিয়ে নিজের উঠে আসার অবিশ্বাস্য গল্পের পূর্ণতা দিলেন জুরেল।

ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পথে জুরেল যখন যেখানে যেভাবে যে সুযোগই পেয়েছেন, সেটাই কাজে লাগিয়েছেন। ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ২০১৯ এশিয়া কাপ জেতানো এই ক্রিকেটার ক্যারিয়ারের ছয় নম্বর প্রথম শ্রেণির ম্যাচেই ২৪৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন। অথচ শৈশবের এক দুর্ঘটনায় তাঁর ক্রিকেটারই হওয়ার কথা ছিল না! ৫ বছর বয়সে আগ্রায় বাসের চাকার তলে পড়েছিল তাঁর বাঁ পা। প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়েছিল। বাবা নেম সিং জুরেল কারগিল যুদ্ধের বীর, ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখার আগে বাবার মতো সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন জুরেল। বাবা ব্যাটটা কিনে দিলেও দামের কারণে ক্রিকেট খেলার পুরো সরঞ্জাম কিনে দিতে পারেননি। আমি নিজেকে বাথরুমে আটকে বলেছিলাম, সব সরঞ্জাম কিনে না দিলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। এতে আমার মা আবেগতাড়িত হয়ে গলার সোনার চেইন বাবার হাতে তুলে দিয়ে সেটা বিক্রি করে খেলার সরঞ্জাম কিনে আনতে বলেন। সে সময় খুব উত্তেজনা বোধ করলেও বড় হওয়ার পর বুঝেছিলাম, এটা ছিল অনেক বড় ত্যাগ।

রাজ্য মাদ্রাসা মিটে অংশ নেওয়া উত্তর ২৪ পরগনার ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা কর্মাধ্যক্ষের

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনস্ত সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১৪ তম পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়।রাজ্য স্তরের এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে শনিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত কাছারি ময়দান থেকে বাসে করে রওনা দিয়েছেন জেলার নির্বাচিত ক্রীড়াবিদ এবং ম্যানেজার সহ কোচেরা। শনিবার রাতে বারাসাতে উপস্থিত হয়ে গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া

কমিটির চিফ প্যাট্রন তথা পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। তিনি বলেন,এই খেলায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মুখ উজ্জ্বল করবেন আমাদের ক্রীড়াবিদরা।রাজ্য মিট আয়োজন করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি মাঠমুখী করতে খেলাধূলায় আরও বেশী করে সক্রিয় হওয়ার বার্তা রাখেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটির পক্ষ থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে এই দলে রওনা দিয়েছেন সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, মানস মন্ডল,আব্দুল খালেক খান,প্রশান্ত বাবু, অমিত মন্ডল,উচ্ছ্বাস মন্ডল,

দুই হাত নেই, আমিরের ব্যাটিং দেখে তবু মুগ্ধ টেন্ডুলকার

আপনজন ডেস্ক: ‘অসম্ভবকে সম্ভব করেছে আমির। এটা (ভিডিও) দেখে আমি খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছি। এটা খেলার প্রতি তার ভালোবাসা এবং সে জন্য তার আত্মত্যাগেরই প্রকাশ। আশা করি, একদিন তার সঙ্গে দেখা করে তার নাম লেখা একটি জার্সি নেওয়ার সুযোগ হবে। খেলাটিকে ভালোবাসা লাখ লাখ মানুষকে প্রেরণা দেওয়ার এই কাজটা দারুণ’—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ শচীন টেন্ডুলকারের পোস্ট। পোস্টটি তিনি দিয়েছেন ভারতীয় বার্তা সংস্থা ‘এএনআই’-এর একটি ভিডিও শেয়ার করে। ভিডিওতে দেখা যায়, টেন্ডুলকারের নামাঙ্কিত ভারতীয় দলের জার্সি পরা একজন কংক্রিটের নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন। লোকটির দুই হাতের কোনোটিই নেই!

ভিডিওটি না দেখে থাকলে প্রশ্ন করতেই পারেন—হাত নেই, তাহলে ব্যাট করছেন কীভাবে? ৩৪ বছর বয়সী আমির হোসেইন লোনের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসাটা লুকিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরেই। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের ওয়াঘামা গ্রামে জন্ম আমিরের।

এখন তিনি জম্মু ও কাশ্মীর প্যারা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। বাবার কারখানায় ৮ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় দুই হাত হারিয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে কী না হয়! ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা থেকেই

নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও খেলার উপায় বের করে নিয়েছেন আমির। ২০১৩ সালে পেশাদার ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করা আমির বল করেন পা দিয়ে, ব্যাটিং করেন কাঁধ ও ঘাড় দিয়ে ব্যাট ধরে!

বাকি গল্প বলার আগে তাঁর ব্যাট করার ধরনটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কাঁধ ও ঘাড় দিয়ে ব্যাটের হাতল চাপ দিয়ে ধরে স্ট্যান্স নেন আমির। চোস্ত ব্যাটসম্যানের মতোই সামনে পা নিয়ে ব্যাট করেন। তখন আমিরকে দেখতে পরিপূর্ণ ব্যাটসম্যানের চেয়ে কম কিছু মনে হয় না! বিশেষ করে তাঁর সামনের পায়ের ডিফেন্স। ব্যাটের হাতলটা কাঁধ ও ঘাড়ের চাপে ধরা থাকে বলে স্বাভাবিক ব্যাটসম্যানদের মতো সব শট যে খেলতে পারেন না, সেটা না বললেও চলে। ভাগ্যই তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি।

তবে এই দুর্ভাগ্যের জন্য আমির জীবনের ব্যাপ্তি ছেঁটে ফেলেননি। ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ জানিয়েছে, আমিরের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা এবং এই খেলায় তাঁর প্রতিভা প্রথম আবিষ্কার করেন এক শিক্ষক। এরপর সেই শিক্ষক তাঁকে প্যারা ক্রিকেটের (শারীরিক প্রতিবন্ধী) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নিজের জীবন নিয়ে এএনআইকে আমির বলেছেন, ‘দুর্ঘটনার পর আমি আশা হারাইনি। কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি নিজেই সব করতে পারি। কারও ওপর নির্ভরশীল নই। দুর্ঘটনার পর কেউ আমাকে সাহায্য করেনি, এমনকি সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য পাইনি। তবে পরিবার সব সময়ই আমার সঙ্গে ছিল।’

আমিরকে কাঁধ ও ঘাড়ের সাহায্যে তাঁকে ব্যাটিং করতে দেখে অবাক হন অনেকে। এ নিয়ে আমির বলেছেন, ‘২০১৩ সালে দিল্লিতে আমি জাতীয় পর্যায়ে খেলেছি। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলি। এরপর আমি নেপাল, শারজা ও দুবাইয়ে খেলেছি। পা (বোলিং) এবং কাঁধ ও ঘাড়ের ব্যবহারে (ব্যাটিং) খেলতে দেখে সবাই খুব অবাক হতো। ক্রিকেট খেলার এই শক্তি দেওয়ার জন্য আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই।’

মেদিনীপুর থেকে রাজ্য স্তরে মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: ২০২৪ সালের ১৪ তম রাজ্য মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে। আগামী ১৫- ১৭ জানুয়ারি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। আজ সকালে মেদিনীপুর স্টেশন থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে ৫১ জন প্রতিযোগী রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে ২৯ জন ছাত্র এবং ২২ জন ছাত্রী। পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মোস্তাক হাবিব জানান- ‘আমরা আশাবাদী ২০২৪ এ ১৪ তম রাজ্য মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলার ছেলেমেয়েরা ভালো ফলাফল করবে।’ ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মৌমিতা কুন্ডু এবং জেলার আটজন কোচ সামাসুল রহমান, ইমদাদুল হাসান, রুহুল আমিন মল্লিক, সৌমেন দাস, মোবারক আলী মল্লিক এবং মুজিবুর রহমান।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়ার উদ্বোধনে মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল

সাইফুল লস্কর ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের হাই মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসা, এম. এস.কে, আন -এডেড ও ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে জেলা পর্যায়ের মাদ্রাসা ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল বিষ্ণুপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে শিক্ষা সংঘ স্কুল মাঠে । মার্চ পাষ্ট ও ব্যান্ডের সুরে তাল মিলিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা করেন পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী দিলিপ মণ্ডল। জেলার পতাকা উত্তোলন করেন চম্পক নাগ । উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আবু সুফিয়ান পাইক, বাবুলা সরদার, জেলা সভাধিপতি নিলিমা মিস্ত্রি ,জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত কুমার মাইতি, কর্মাধ্যক্ষ শচী নস্কর, অতিরিক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক মোজাম্মেল হক, শিক্ষক অনির্বাণ মণ্ডল, বিধায়ক মোহন নস্কর প্রমূখ। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে ক্রীড়া কমিটি ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন পর্ষদ সভাপতি সেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন । মোট তেষট্টি টি ব্যাক্তিগত ইভেন্টে জেলার শতাধিক মাদ্রাসা থেকে আগত বারো শত ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে । বিভিন্ন বিভাগে সফল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার হিসাবে ব্যাগ , মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেন জেলা ক্রীড়া কমিটি । যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারা মালদাতে রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাবে বলে জানিয়েছেন আবু সুফিয়ান পাইক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মলি মণ্ডল গোমস, রেজাউল ইসলাম খান , খান জিয়াউল হক , মুজিবুল্লাহ মাঝারি, অভিষেক গায়েন, পার্থ প্রামাণিক, রফিকুল ইসলাম, আলমগীর সরদার, মঞ্জুর আহমেদ, তৌহিদ আহমেদ প্রমূখ।

এক পাইলটের ব্যাটে জিম্বাবুয়ের প্রথম ত্রিশতক

আপনজন: আন্তম নাকভি, নামটা শুনেছেন কখনো? বোধ হয় না। মন খারাপ করার কিছু নেই। ক্রিকেটের আঙিনাতেও খুব পরিচিত কেউ নন তিনি। এক্সে তাঁর অনুসারী ৫৮৮ জন। ইনস্টাগ্রামে আরও কম—৫০৭। তবে এবার তিনি যে কীর্তি গড়েছেন তাতে অনুসারীর সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বাড়ার কথা। পরিচিতিও। জিম্বাবুয়ের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট লোগান কাপের ম্যাচে অপরাজিত ৩০০ রানের ইনিংস খেলেছেন নাকভি। যা জিম্বাবুয়ের কোনো দলের হয়ে যে কোনো ধরনের স্বীকৃত ক্রিকেটে প্রথম ত্রিশতক। নাকভির জন্ম জিম্বাবুয়েতে নয়, বেলজিয়ামে। পড়াশোনা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। তিনি আবার বাণিজ্যিক পাইলটও। আর এই পরিচয়টা তিনি দিতেও পছন্দ করেন। সে কারণেই তো এক্স, ইনস্টাগ্রামে ক্রিকেটার পরিচয়ের সঙ্গে পাইলটও পরিচয় দেওয়া আছে। তবে ক্রিকেটটাও যে বেশ ভালোই খেলেন, সেটির অন্যতম প্রমাণ মিড ওয়েস্ট রাইনোজের অধিনায়ক তিনি। নাকভি দ্বিতীয় প্রবাসী ক্রিকেটার যিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ত্রিপল সেঞ্চুরি করলেন। এর আগে ১৯৩২ সালে পানামায় জন্ম নেওয়া জর্জ হেডলি জ্যামাইকার হয়ে অপরাজিত ৩৪৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। কাল হারারেতে লোগান কাপে মাটাবেলেল্যান্ড টাস্কার্সের বিপক্ষে মিড ওয়েস্ট রাইনোজের হয়ে যখন নাকভি তৃতীয় দিন ব্যাটিং করতে নামেন ততক্ষণে তাঁর ২৫০ রান ছাড়িয়ে গেছেন। এরপর মধ্যাহ্নভোজের আগেই তিনি ছক্কা মেরে ৩০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন।

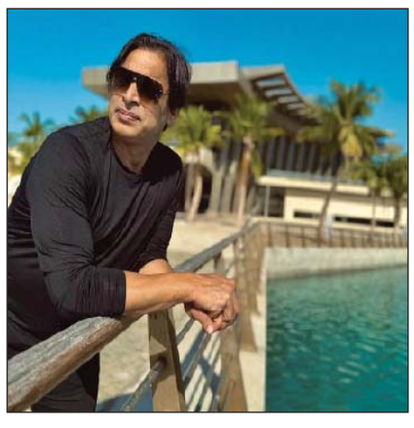

সৌদি আরবের কিং আবদুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শোয়েব আখতার। প্রতিষ্ঠানটির উইন্টার এনরিচমেন্ট প্রোগ্রামে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**